# ابيات في الجنة

# কবিতায় জান্নাত

[কবিতার ছন্দে জান্নাতের বর্ণনাসহ ব্যাখ্যা]

শায়েখ আব্দুল্লাহ্ আল-মুনীর

**প্রকাশঃ**

**মুসলিম প্রিন্টার্স**

পুরাতনবাজার, দর্শনা, চুয়াডাঙ্গা।

যোগাযোগঃ ০১৯৩১ ৪৪১২১৪

১,২,৩] [১] আল্লাহ (ﷻ) বলেন, (نحشر المتقين إلي الرحمن وفدا) "মুত্তাকীদের হাশর হবে আল্লাহর মেহমান রুপে" [১৯/৮৫] এর ব্যাখ্যায় রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, ( إنهم إذا خرجوا من قبورهم استقبلوا بنوق بيض لها أجنحة) মুমিনরা যখন কবর থেকে বের হবে তখন তাদের স্বাগত জানানোর জন্য পাখা ওয়ালা সাদা উস্ট্রী নিয়ে আসা হবে। অন্য আয়াতে এসেছে, ( وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا) "মুত্তাক্বীদের দলে দলে জান্নাতের দিকে হাকিয়ে নেওয়া হবে" [৩৯/৭৩] এখানে উদ্দেশ্য হলো, তারা যে উটের উপর সওয়ার থাকবে সেটিকে হাকিয়ে নেওয়া হবে।

[৪,৫] জান্নাতের নেয়ামত সম্পর্কে হাদীসে এসেসে, ( ما لا عين رأت ولا أذن سمعت وما خطر علي قلب بشر) "তা কোনো চোখ কখনও দেখেনি, কোনো কান কখনও শোনেনি, এবং কোনো চোখ কখনও কল্পনাও করেনি।" সুতরাং জান্নাত কেবল স্বপ্নপুরীই নয় বরং স্বপ্নেরও অতীত।

| | |
|---|---|
| ১ | হাশরের মাঠে হিসাবের পরে |
| ২ | পাখা ওয়ালা সাদা উটে চড়ে |
| ৩ | উড়ে যাবে নিজ ঠিকানায়। |
| ৪ | দৃষ্টির আয়ানায়, বহু দূরে ..., |
| ৫ | নদীর তীরে, দৃশ্য হবে এক স্বপ্নপুরী। |
| ৬ | মনোহরী আলোতে নূর চমকিত |
| ৭ | ঝুলন্ত ফলে অবনত গাছের সারি। |
| ৮ | তারি নিচে লালচে গালিচা বিছায়িত। |
| ৯ | গাছ হতে নির্গত হবে ঝরনা ধারা। |
| ১০ | জীবন সঞ্জীবনী সুপেয় সুরা |
| ১১ | যারা পাতার মতো পবিত্র করে প্রাণ। |
| ১২ | প্রশান্ত হবে মন মুখ হবে অম্লান। |
| ১৩ | আসমান ছুয়ে যাওয়া সোনালী প্রাসাদ। |
| ১৪ | নিখাদ সোনা-রোপার পোক্ত বুনিয়াদ। |
| ১৫ | যখনই সে দারে নাড়ে কড়া |
| ১৬ | মনোহরা হুর হয় আনন্দে দিশেহারা। |

[৬] রসুলুল্লাহ (ﷺ) থেকে বর্ণিত, (هي ورب الكعبة نور يتلألأ) কা'বার রবের কসম জান্নাত তো ঝলমলে আলো। [ইবনে মাযা]

[৭] আল্লাহ(ﷻ) বলেন, (قطوفها دانية) "তার ফলগুলো হবে হাতের নাগালে"[৬৯/২৩] বারা ইবনে আযিব থেকে বর্ণিত আছে ( أهل الجنة يأكلون منها قياما وقعودا ومضطجعين ، وعلى أي حال )

(شاءوا) তারা শুয়ে বসে দাড়িয়ে যেভাবে খুশি ফল ছিড় নিতে পারবে। রসুলুল্লাহ (ﷺ) থেকে বর্ণিত وما من الجنة منزل إلا غصن من أغصان تلك الشجرة متدل عليهم ، فإذا أرادوا أن يأكلوا من ) الثمرة تدلى عليهم فأكلوا منه ما شاءوا) জান্নাতে প্রতিটি বাড়িতে গাছের ডাল ঝুলে আছে যখন তারা তার ফল খেতে চাবে তা অবনমিত হবে ফলে তারা যত খুশি খাবে।

[৮] আল্লাহ (ﷻ) বলেন, (وزرابي مبثوثة) "সেখানে গালিচা বিছানো থাকবে" [৭৭/১৬]

[৯] রসুলুল্লাহ (ﷺ) থেকে বর্ণিত (وإذا شجرة على باب الجنة ينبع من أصلها عينان) "জান্নাতের নিকটবর্তী হওয়ার পর তারা সেখানে একটি গাছ দেখতে পাবে যার গোড়া হতে ঝরণা নির্গত হবে।

[১০] বর্ণিত আছে ( إن المرأة من الحور العين لتشرب الكأس فينظر إليها زوجها فيزداد في عينها سبعين ضعفا من الحسن) "একজন জান্নাতী মেয়ে পাত্রভর্তি পানীয় পান করার পর তার স্বামী তার দিকে দৃষ্টি দিয়ে দেখবে তার সৌন্দর্য পূর্বের চেয়ে ৭০ গুন বৃদ্ধি পেয়েছে।

[১১,১২] রসুলুল্লাহ (ﷺ) থেকে বর্ণিত ( وإذا شجرة على باب الجنة ينبع من أصلها عينان فإذا شربوا من أحدهما جرت في وجوههم بنضرة النعيم وإذا توضؤوا من الأخرى لم تشعث أشعارهم) "জান্নাতের নিকটবর্তী হওয়ার পর তারা সেখানে একটি গাছ দেখতে পাবে যার গোড়া হতে ঝরণা নির্গত হবে যখন একটি ঝর্ণা হতে পান করবে তাদের চেহারাতে আনন্দের ঝিলিক বয়ে যাবে অন্যটি হতে ওযু করলে তাদের চুল কখনও এলোমেলো হবে না।" [১৩,১৪] আল্লাহ (ﷻ) বলেন, ( غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَبْنِيَّةٌ) "কিছু ঘর থাকবে তার উপরে আরো ঘর থাকেব" অর্থাৎ বহুতল ভবন হবে। রসুলুল্লাহ (ﷺ) জান্নাতের ভীত সম্পর্কে বলেন, (لبنة من ذهب ولبنة من فضة) " একের পর এক সোনা ও রোপার ইট)। তিনি আরো বলেন, (وقصر مشيد) "তাতে আছে পোক্তভাবে নির্মিত প্রাসাদ"।

১৫] বর্ণিত আছে (حلقة من ياقوتة حمراء علي صفائح الذهب) "দরজার বালাটি হবে লাল ইয়াকুতের আর তার নিচের পাতটি হবে স্বর্ণের" যখনই তার উপর আঘাত করা হবে এক সুমধুর সুর বের হবে রসুলূল্লাহ (ﷺ) বলেন, (لو سمعت طنينها) "হে আলী তুমি যদি সেই শব্দ শুনতে!" এই শব্দ শুনে হুরেরা বুঝতে পারবে তাদের স্বামী আগমন করেছে।

[১৬] শব্দ শোনার পর হুরদের অবস্থা সম্পর্কে বর্ণিত আছে, (فتستخفها العجلة) "তাকে তাড়াহুড়ায় পেয়ে বসবে এবং সেবককে পাঠাবে স্বচক্ষে দেখার জন্য।

[১৭] হাদীসে আছে, ( فتخرج من الخيمة فتعانقه وتقول انت حبي وانا حبك) "স্বামী আগমনের খবর পেলে হুরেরা তাবু থেকে বের হয়ে দরজাতে এসে তার সাথে আলিঙ্গন করবে এবং বলবে, তুমি আমার ভালবাসা আমি তোমার ভালবাসা।"

[১৮,১৯] আওযাঈ আবি কাছীর থেকে বর্ণনা করেন ( أن الحور العين يتلقين أزواجهن عند أبواب الجنة فيقلن طالما انتظرناكم) "হুরেরা জান্নাতের দরজাতে তাদের স্বামীদের সাথে মিলিত হয়ে বলবে কতদিন ধরে আমরা আপনার অপেক্ষায় আছি!"

[২০] জান্নাতীদের সেবক হিসাবে ছোট ছোট বালকদের নিয়োগ দেওয়া হবে তাদের সম্পর্কে আল্লাহ (ﷻ) বলেন, (لؤلؤا منثورا) "তারা ছড়ানো মুক্তার মতো।"

[২১,২২,২৩] হাদীসে বলা হয়েছে, ( ثم تلقاهم أو تلقتهم الولدان يطيفون بهم ، كما يطيف ولدان أهل الدنيا بالحميم يقدم من غيبته يقولون له) জান্নাতীরা জান্নাতে পৌছানোর পর ছোট-ছোট বালকেরা তাদের ঘিরে ধরবে যেভাবে দুনিয়াবাসীদের কেউ দূর দেশ হতে আগমন করলে তাদের ছোট ছেলে-মেয়েরা তাকে ঘিরে ধরে। তারা বলবে ( أبشر بما أعد الله لك من الكرامة) "আল্লাহর আপনার জন্য যা প্রস্তুত রেখেছেন তার সুসংবাদ গ্রহণ করুন।"

| | |
|---|---|
| ১৭ | ত্বরা করে আসে দারে, বরণ করে বর। |
| ১৮ | অশ্রু জলে, সুর তুলে বলে, |
| ১৯ | তোমার অপেক্ষায়, কত বছর হয়েছে পার! |
| ২০ | ছড়ানো মুক্তার মতো বালকেরা, |
| ২১ | মনিবের আগমনে আনন্দে মাতোয়ারা। |
| ২২ | একত্রাক পায়রার মতো তাকে ঘিরে, |
| ২৩ | গান গায় ঘুরে ঘুরে। |
| ২৪ | উপর থেকে নিচে, দৃষ্টি মেলে দেখে |
| ২৫ | নিজেকে হারায় এক অনাবিল সুখে। |
| ২৬ | স্বর্ণখচিত শাহী আসনে হেলে |
| ২৭ | অশ্রু জলে শিক্ত হয়ে বলে, |
| ২৮ | "প্রশংসিত সেই সুমহান রব |
| ২৯ | সব নিয়ামত যার দান |
| ৩০ | জ্ঞানের আলোতে পথ না দেখালে, |
| ৩১ | নিতলে হারাতো এই সুউচ্চ সম্মান।" |
| ৩২ | ঝর্ণার বরফ শিতল পানিতে |

[২৪,২৫] হাদীসে বলা হয়েছে, প্রাসাদে প্রবেশ করার পর সে বিভিন্ন দিকে দৃষ্টি দিয়ে দেখতে থাকবে। প্রাসাদের উপর-নিচ ও চারিদিকে রাখা নেয়ামত রাজী দেখে তার অন্তর পুলকিত হবে। তাকে বলা

হবে (أرأيت سوار فرحتك هذه فإنها قائمة لك أبدا) ‘‘তোমরা অন্তরে এখন যে প্রচণ্ড খুশির জোয়ার বয়ে যাচ্ছে এটা তোমার অন্তরে চিরকাল স্থায়ী হবে।’’

[২৬,২৭] রসুলুল্লাহ (ﷺ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, ( ثم اتكئوا وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله) ‘‘এর পর তারা আসনে হেলান দিয়ে বলবে সেই আল্লাহর প্রশংসা যিনি আমাদের এই নেয়ামত দান করেছেন তিনি পথ না দেখালে আমরা কখনও এটা অর্জন করতে সক্ষম হতাম না।

[২৮,২৯,৩০,৩১] এই চরণগুলো কুরানের একটি আয়াতের কিছু অংশের প্রায় হুবহু অনুবাদ। আল্লাহ (ﷻ) বলেন, ( وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) তাদের অন্তর হতে সকল বিদ্বেষ আমি দূর করে দেবো তাদের নিচ দিয়ে নদী প্রবাহিত হবে। তারা বলবে সেই আল্লাহর প্রশংসা যিনি আমাদের এই পথ দেখিয়েছেন তিনি পথ না দেখালে আমরা পথ পেতাম না।’’[৭/৪৩]

[৩২] ঝর্ণার কথা কুরআন-হাদীসের বহু স্থানে বলা হয়েছে। আল্লাহ (ﷻ) বলেন, (عينان نضاخان) ‘‘সেখানে থাকবে দুটি বিচ্ছুরিত ঝরণা’’। আনাস ইবনে মালিক (رضي الله عنه) বলেন, ( نضاختان بالمسك والعنبر على دور الجنة ، كما ينضح المطر على دور أهل الدنيا) জান্নাতীদের ঘরের দরজায় ঝরণা হতে মিস্‌ক আম্বার বিচ্ছুরিত হবে যেভাবে দুনিয়াবাসীদের দরজায় পানির ফোয়ারা বিচ্ছুরিত হয়। অন্য কেউ কেউ বলেছেন (بالماء والفواكه) ‘‘সেসব ফোয়ারা হতে পানি ও ফলমূল বিচ্ছুরিত হবে।’’

[৩৩] জান্নাতের পানীয় সম্পর্কে বলা হয়েছে ( لو أن رجلا من أهل الدنيا أدخل فيه يده ثم أخرجها لم يبق ذو روح إلا وجد ريحها) ‘‘যদি কোনো ব্যক্তি তার মধ্যে হাত প্রবেশ করিয়ে তা পুনরায় বের করে তবে দুনিয়ার বুকে যত প্রাণী আছে তারা তার সুগন্ধ পাবে।’

[৩৪,৩৫] আল্লাহ (ﷻ) বলেন, ( مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ) ‘‘মুত্তাক্বীদের যে জান্নাতের ওয়াদা করা হয়েছে তার সরুপ হলো, তাতে থাকবে নির্মল পানির নদী, অপরিবর্তীত স্বাদ বিশিষ্ট দুধের নদী, পানকারীদের জন্য সুসাদু মদের নদী এবং বিশুদ্ধ মধুর নদী। তাদের জন্য সেখানে থাকবে সকল প্রকারের ফল এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমা। এরা কি তাদের মতো যারা চিরকাল জাহান্নামী হবে এবং তাদের গরম পানি খাওয়ানো হবে ফলে তা তাদের নাড়ি-ভুড়ি কর্তিত করবে? [৪৭/১৫] (২)

[৩৬] আল্লাহ (ﷻ) বলেন, ( وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ) "আমি তাদের অন্তর হতে সকল হিংসা বিদ্বেস দূর করে দেবো তারা পরস্পর ভাই-ভাই হয়ে আসনে হেলান দিয়ে মুখোমুখি বসে থাকবে। [১৫/৪৭]

[৩৭] আল্লাহ (ﷻ) বলেন, ( لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا) "তারা সেখানে কোনো মিথ্যা বা অসার কথা শুনতে পাবে না। [৭৮/৩৫]

[৩৮,৩৯] আল্লাহ (ﷻ) বলেন ( لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا) "তারা সেখানে কোনো অসার কথা শুনবে না কেবলই বলা হবে সালাম। [১৯/৬২] বিভিন্ন দজা দিয়ে ফেরেস্তারা প্রবেশ করবে আর বলবে বলবে ( سلام عليكم) "আপনাদের উপর সালাম। [১৩/২৩-২৪] এমনকি বলা হয়েছে, ( سلام قولا من رب رحيم) "দয়াময় আল্লাহর পক্ষ হতে সালাম দেওয়া হবে"। [৩৬/৫৮] এককথায় (سلاما سلاما) সেখানে শুধু সালাম আর সালাম [৫৬/২৬]

| | |
|---|---|
| ৩৩ | অমৃতের মায়াবী স্বাদ। |
| ৩৪ | মদ, মধু আর দুধের ধারায় |
| ৩৫ | প্রবাহিত হবে নদ। |
| ৩৬ | বিবাদ রবে না কারো সাথে সেথা, |
| ৩৭ | অসার কথা না শুনি। |
| ৩৮ | চারিদিকে শুধু সালাম, সালাম। |
| ৩৯ | চিরো শান্তির বানী। |
| ৪০ | গাছের সবুজ পাতায় হলুদ রঙের ফুল |
| ৪১ | বাহারী ফলে শোভিত শাখা |
| ৪২ | পাখা মেলে উড়ে যায় বিহঙ্গকুল। |
| ৪৩ | নির্ভুল তুলিতে আঁকা অদেখা ভুবন। |
| ৪৪ | অসহন রবে না কোনো, সুখের জীবন। |
| ৪৫ | পাহাড়ী ঝর্নার নির্মল জল |
| ৪৬ | ছলছল বয়ে চলা স্রোতস্বিনী নদী |
| ৪৭ | কাদি-কাদি ঝুলন্ত ফল |
| ৪৮ | বাতাসে ফুলের সুগন্ধি |

[৪০] রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, (ورقها برود خضر و زهرها رياض صفر) জান্নাতের গাছগুলোর পাতা হবে ডোরা কাটা ও সবুজ রঙের আর ফুল হবে কোমল ও হলুদ রঙের।

[৪১] রসুলুল্লাহ (ﷺ) থেকে বর্ণিত ( وما من الجنة منزل إلا غصن من أغصان تلك الشجرة متدل عليهم ، فإذا أرادوا أن يأكلوا من الثمرة تدلى عليهم فأكلوا منه ما شاءوا) জান্নাতে প্রতিটি বাড়িতে গাছের ডাল ঝুলে আছে যখন তারা তার ফল খেতে চাবে তা অবনমিত হবে ফলে তারা যত খুশি

খাবে।

[৪২] রসুলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, (وإن فيها طيورا كأمثال البخت) "সেখানে এমন পাখি আছে যা দেখতে উটের মতো" সাহাবায়ে কিরাম বললেন খুবই সুন্দর তো! রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেনে ( أكلتها انعم منها) তা খেতে আরো সুন্দর। [তিরঃ]

[৪৩] পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, জান্নাত এমন বস্তু যা কোনো চোখ কখনও দেখেনি কোনো কান কখনও শোনেনি এবং কোনো অন্তর কল্পনাও করেনি। [বুঃ ও মুঃ]

[৪৪] রসুলূল্লাহ (ﷺ) বলেন, (من يدخل الجنة ينعم لا يبأس) " যে জান্নাতে প্রবেশ করবে সে সুখী হবে কখনও দুঃখ পাবে না। [মুঃ] আল্লাহ (لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ) "কোনো ক্লান্তি-শ্রান্তিতাদের স্পর্ষ করবে না।" [১৫/৪৮] জান্নাতীরা বলবে (وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ) "এখানে আমাদের উপর কোনো অসহনীয় কিছু চাপিয়ে দেওয়া হবে না।" [৩৫/৩৫] এককথায় সেভাবে রুটি-রুজির চিন্তায় ছুটা-ছুটি করা লাগবেনা এবং না পাওয়ার বেদনা থাকবে না।

[৪৫] আল্লাহ (ﷻ) বলেন (ماء غير آسن) "স্বচ্ছ-সুন্দর পানি" আয়াতাংশটির ব্যাখ্যায় রসুলুল্লাহ (ﷺ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, (صاف ليس فيه كدر) "সম্পূর্ণ স্বচ্ছ পানি যাতে কোনো ঘোলাটে ভাব নেই"

[৪৬] নদীর ব্যাপারে কুরআনে বহু আয়াত এসেছে বরং বলতে গেলে জান্নাত সম্পর্কে যেখানেই বলা হয়েছে সেখানে বলা হয়েছে (تجري من تحتها الانهار) " তার নিচ দিয়ে নদী প্রবাহিত"। ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত জান্নাতের নদীসমূহ কোনো গর্ত ছাড়াই প্রবাহিত হবে।

[৪৭] আল্লাহ (ﷻ) বলেন, (وطلح منضود) "ফলে সজ্জিত গাছ" এর ব্যাখ্যায় বায়দাবী ও জালালাইনে বলা হয়েছে। (نضد حمله من أسفله إل أعلاه) " জান্নাতেতর গাছগুলোর নিচ থেকে উপর পর্যন্ত ফলে ভরা থাকবে।

[৪৮] আল্লাহ (ﷻ) বলেন, (عرفها لهم) "জান্নাতকে সুগন্ধিতে সুবাসিত করা হয়েছে" [৪৭/৬] আয়াতটির ব্যাাখ্যায় কেউ কেউ এমন মতামত দিয়েছেন। রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, ( وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاما) "জান্নাতের সুগন্ধ ৪০ বছরের দুরত্ব হতে অনুভূত হবে। [বুখারী] তিরমিযির বর্ণনায় এসেছে ৭০ বছর।

[৪৯,৫০] আল্লাহ (ﷻ) বলেন, ( إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ (٥٥) هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ) "জান্নাতবাসীরা বিনোদনে ব্যাস্ত থাকবে তারা এবং তাদের স্ত্রীরা আসনে হেলান দিয়ে বসে থাকবে। [৩৬/৫৫]

[৫১] প্রেয়সী বলতে বোঝায় যার অন্তরে স্বামীর জন্য মমতা ও ভালবাস রয়েছে। জান্নাতের মেয়েদের সম্পর্কে আল্লাহ (ﷻ) বলেন (عربا) "তারা হবে প্রেমাময়" [৫৬/৩৭] ইবনে আব্বাস ও অন্যান্য ব্যাখ্যাকার থেকে বর্ণিত তারা বলেছেন এর অর্থ হলো (العواشق لازوجهن) "এরা হলো ঐ সকল মেয়ে যারা স্বামীদের প্রেমে পাগল"। [তাবারী/কুরতুবী] হাদীসে এসেছে যে ব্যক্তি জান্নাতী হবে দুনিয়াতে থাকা অবস্থায়ই তার হুরদের মধ্যে তার স্ত্রীকে জানিয়ে দেওয়া হয় যে এটা তোমার স্বামী। যদি ঐ ব্যক্তির দুনিয়ার স্ত্রী তাকে কষ্ট দেয় তবে জান্নাতের হুর বলেন, ( لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا) "ওহে হতভাগিনী তুই তাকে কষ্ট দিসনে সে তো সামান্য সময়ের জন্য তোর কাছে থাকবে তারপর আমাদের নিকট চলে আসবে। [তিরমিযী] হাদীসে এমন কাহিনী বর্ণিত আছে যে, জিহাদে মৃত্যুবরণ কারী শহীদকে সাদরে গ্রহণ করার জন্য আকাশের হুর মাটিতে অবতরণ করেছে। এসবই প্রমাণ করে যে, হুরেরা তাদের স্বামীদের কতটা ভালবসে এবং কতটা উৎকণ্ঠা নিয়ে স্বামীদের জন্য অপেক্ষা করে। (৩)

| | |
|---|---|
| ৪৯ | পুষ্পিত কোমল কাননে |
| ৫০ | সারি সারি আসনে এলায়িত বধু |
| ৫১ | তার মধুময় প্রেয়সী মনে, |
| ৫২ | আমাকেই স্বপ্ন দেখে শুধু। |
| ৫৩ | সময় সেখানে চাঁদনী প্রভাত। |
| ৫৪ | রাত নেই, আঁধার অনাগত। |
| ৫৫ | দুঃখ-শোকের ভয়াল আঘাত, |
| ৫৬ | সেখানে নেই, মৃত্যু সেখানে মৃত। |
| ৫৭ | অগনিত বৃক্ষরাজির প্রশস্ত ছায়ায়, |
| ৫৮ | সুরেলা কণ্ঠের বালিকারা গাইবে গান |
| ৫৯ | "স্থায়ী এ জীবন; তার ক্ষয় নাই। |
| ৬০ | অম্লান বদন আর, প্রসন্ন প্রাণ। |
| ৬১ | সম্মান পেয়েছে যারা নেককার যুবক |
| ৬২ | মোরা সবে তাদেরই প্রেমের সেবক।" |
| ৬৩ | তারি মাঝে, বধু সাজে এক জনা, |
| ৬৪ | অতি মনরোমা, সুন্দরতমা। |

[৫২] হুরদের গুনাবলী বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লাহ (ﷻ) বলেন, (قاصرات الطرف) "তারা সর্বদা চক্ষু

অবনত রাখে'' [২৬/৪৮] এর তাফসীরে দুটি কথা বলা হয়েছে। ১. তারা তাদের স্বামীদের ছাড়া আর কাউকে দেখবে না। ২. তাদের স্বামীদের ছাড়া অন্য কারো কথা অন্তরে চিন্তাও করবে না। একটি হাদীসে এসেছে তারা স্বামীদের উদ্দেশ্যে বলবে, (انتهت نفسي عندك ، فلا ترى عيناي مثلك) ''আপনার নিকট আমার প্রাণ সপে দিয়েছি আপনার মতো কিছুই আমার দুচোখ দেখেনি।'' ( ليس دونك قصد) ''আপনাকে ছাড়া আমি আর কিছুই চাই না।

[৫৩,৫৪] ইবনে আব্বাস (ﷺ) কে প্রশ্ন করা হলো জান্নাতের আলো কেমন? তিনি বললেন, ( ما رأيت الساعة التي تكون فيها قبل طلوع الشمس فذلك نورها) ভোরে সূর্য ওঠার ঠিক পূর্বে যেমন সময় থাকে সেখানেও ঐ রকম আলো বিদ্যমান থাকবে। 'চাদনী প্রভাত' বলতে বোঝানো হয়েছে তাতে জোস্নার স্নিগ্ধতা থাকবে কিন্তু জোস্না রাতের মতো আধারের লেশমাত্র থাকবে না। যেহেতু জান্নাতীরা সেখানে ঘুমাবে না। (النَّوْمُ أَخُو الْمَوْتِ وَلَا يَمُوتُ أَهْلُ الجنةِ) ''ঘুম হলো মৃত্যুর মতো আর জান্নাতীরা মৃত্যুবরণ করবে না। [মিশঃ]

[৫৫,৫৬] তাদের সকল দুঃখ কষ্ট আল্লাহ (ﷻ) ভুলিয়ে দেবেন। [৪] আর মৃত্যুকে ভেড়ার আকৃতিতে হাজির করে সমস্ত জান্নাতবাসী ও জাহান্নামবাসীর সামনে যবেহ করা হবে। [৫]

[৫৭] [৬] আল্লাহ (ﷻ) বলেন, (وظل ممدود) ''সেখানে থাকবে প্রশস্ত ছায়া'' [৫৬/৩০] রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, ''সে ছায়ার প্রশস্ততা হবে দ্রুতগামী ঘোড়ার ১০০ বছরের রাস্তা।'' [বুঃমুঃ]

[৫৮] রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, ( إن في الجنة لمجتمعا للحور العين يرفعن بأصوات لم يسمع الخلائق مثلها) ''জান্নাতে হুরদের একটি মিলনকেন্দ্র আছে সেখানে তারা এমন কণ্ঠে গান করে যা কোনো সৃষ্টি কখনও শোনেনি। [তিরঃ]

[৫৯] তারা বলে, (نحن الخالدات فلا نبيد) ''আমরা চিরজীবী কখনও ধ্বংস হবো না [তিরমিযী]

[৬০] তারা বলে, (ونحن الناعمات فلا نبأس، ونحن الراضيات فلا نسخط) আমরা প্রসন্ন কখনও বিষন্ন হবো না, আমরা তুষ্ট কখনও রুষ্ট হবো না। [তিরঃ]

[৬১,৬২] হুরেরা গানের স্বারে বলে, (أزواج شباب كرام) ''আমরা সম্মানিত যুবকদের বধু''। [হাদীল আরওয়াহ্ সিফাতুল জান্নাহ।]

[৬৩,৬৪,৬৫,৬৬,৬৭,৬৮] হুরদের গান গাওয়া সম্পর্কে একটি বর্ণনাতে এসেছে, ( في صدر إحداهن مكتوب : أنت حبي وأنا حبك انتهت نفسي (عندك ، فلا ترى عيناي مثلك "তাদের মধ্যে একজনের বুকে লিখা থাকবে তুমি আমার ভালবাসা আমি তোমার ভালবাসা। তোমার নিকট প্রাণ সপে দিয়েছি। আমার দুটি চোখ তোমার মতো কিছু কখনও দেখেনি। [হাদীল আরওয়া/ সিফাতুল জান্নাহ্] তারা আরো বলবে, ( طوبى لمن كان لنا وكنا له) "তার কি সৌভাগ্য যে আমাদের পেলো আর আমরা তাকে পেলাম। [তিরমিযী]

[৬৯,৭০,৭১,৭২] فإذا سمع ذلك الشجر صفق بعضه بعضا ، فأجبن الجواري ، فلا يدرى أصوات (الجواري أحسن أم أصوات الشجر " যখন ঐ গাছ এই গান শোনে তার একটি অংশ আরেকটির সাথে বাড়ি খাওয়া শুরু করে। এবং বালিকাদের কণ্ঠে কণ্ঠ মেলায়। এটা বোঝা যাবে না যে, কার কণ্ঠ বেশি মধুর। গাছের কণ্ঠ নাকি বালিকাদের কণ্ঠ।

| | |
|---|---|
| ৬৫ | বুকেতে লেখা তার, ওগো প্রিয়জনা, |
| ৬৬ | তুমি প্রেম আমার, আমি তোমার প্রেমা। |
| ৬৭ | তোমাতে সপেছি প্রাণ চাই না কিছু আর |
| ৬৮ | তুমি ছাড়া এ ভুবন নিশিত-আধার। |
| ৬৯ | সঙ্গিতের তালে, গাছের ডালে শিহরন জাগে |
| ৭০ | মানবীয় আবেগে জড় কাঠ গেয়ে ওঠে গান |
| ৭১ | সেই সুমধুর তান আর সুর উপভোগে |
| ৭২ | আবেগে শীতল হয় যুবক প্রাণ। |
| ৭৩ | শতশত অনুগত অবুঝ বালকেরা, |
| ৭৪ | মদ ভরা পেয়ালা থেকে |
| ৭৫ | বর-বধুকে ঢেলে দেবে সঞ্জিবনী সুরা |
| ৭৬ | তাতে নেই পীড়া বুদ্ধি যায় না বেকে। |
| ৭৭ | নদীর দু'পারে দীর্ঘ পথ ধরে |
| ৭৮ | পেতে রাখা আসনের পরে |
| ৭৯ | সারি সারি হুরদের মেলা |
| ৮০ | খোলা চুল বিছিয়ে এক-রাশ |

[৭৩,৭৪,৭৫,৭৬] আল্লাহ (ﷻ) বলেন ( يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُونَ) "চিরকিশোররা জাগ ও মদের পেয়ালা হতে তাদের চারিদিকে ঘুরে বেড়াবে। তা পান করে তাদের মাথা ব্যাথা হবে না মাতালাতাও সৃষ্টি হবে না। [৫৬/১৮]

[৭৭,৭৮,৭৯,৮০,৮১] বর্ণিত আছে, ( يخرج أهل الجنة من قصورهم إلى شاطئ تلك الأنهار والحور فيهن جالسة على كرسي ، ميل في ميل .. فكيف أن يكون في الدنيا من يريد افتضاض

(الأبكار على شاطئ الأنهار) "জান্নাতীরা তাদের প্রাসাদ থেকে (মাঝে-মাঝে) নদীর তীরে বেড়াতে যাবে। সেখানে মাইলের পর মাইল ধরে পেতে রাখা চেয়ারে হুরেরা বসে থাকবে। .. অতএব তাদের অবস্থা কিহবে যারা দুনিয়াতে সমুদ্র সৈকতে কুমারী মেয়েদের সাথে মিলিত হওয়া পছন্দ করত! [সিফাতুল জান্নাহ্]

[৮২] জান্নাতীরা কেবল অন্যান্য ব্যাস্তাতা থেকে অবসর নেওয়ার পর মাঝে মাঝে অবকাশ যাপনের জন্য এই সকল স্থানে গমণ করবে। কিন্তু হুরেরা সেখানে সদা-সর্বদা তাদের আগমনের প্রতীক্ষায় থাকবে। [৮৩,৮৪,৮৫] কুরআন-হাদীসে বিভিন্নভাবে জান্নাতের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। গাছ-পালা ফুল-ফল, নদী ঝর্ণা ইত্যাদির কথা কুরআন-হাদীসের বহু স্থানে উল্লেখিত হয়েছে। আমরা বিভিন্ন স্থানে সেগুলো বর্ণনা করেছি।

[৮৬] আল্লাহ (ﷻ) জান্নাতের নাম দিয়েছে (دار السلام) "শান্তির আবাস" [৬/১২৭] [৮৭,৮৮] বর্ণিত আছে, ( في كل بيت سبعون مائدة على كل مائدة سبعون لونا من الطعام ، في كل بيت سبعون وصيفا ووصيفة فيعطي الله عز وجل المؤمن في غداة واحدة ما يأتي على ذلك كله) প্রতিটি বাড়িতে ৭০ টি দস্তরখানা থাকবে প্রতিটি দস্তরখানাতে ৭০ প্রকারের খাবার থাকবে প্রতিটি বাড়িতে ৭০ জন চাকর-চাকরাণী থাকবে। আল্লাহ (ﷻ) একজন মুমিনকে এমন সক্ষমতা দেবেনে যে, সে একটি সকাল পরিমান সময়েই এই সব কিছু আস্বাদন করবে। [সিফাতুল জান্নাহ্]

[৮৯] আল্লাহ (ﷻ) বলেন, ( وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا) "তাদের রব তাদের এমন পানীয় পান করাবেন যা তাদের পবিত্র করবে।" [১৭/২১] এই পনিয় সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে জান্নাতীরা সকল প্রকারের খাবার খাওয়ার পর শেষে এই পানীয় পান করবে ফলে সমস্ত খাবার হজম হয়ে যাবে। যেহেতু জান্নাতে পায়খানা বা প্রসাব হবে না। তবে অন্য হাদীসে এসেছে খাওয়ার পর ঢেকুর তুললে খাবার হজম হয়ে যাবে।

[৯০] আল্লাহ (ﷻ) জান্নাতের ফল-মূল সম্পর্কে বলেন, ( لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ) "তা নিষিদ্ধও নয় অনিয়মিতও নয়" [৫৬/৩৩] এর অর্থ হলো দুনিয়াতে যেমন এক মওসুমের ফল অন্য মৌসূমে পাওয়া যায় না জান্নাতে ফলগুলো এমন অনিয়মিত নয় আবার দূর্মেল্য বা অন্য কোনো কারণে সেগুলো পেতে কোনো বাধার সৃষ্টি হবে না। [বাইদাবী] [৯১,৯২,৯৩,৯৪,৯৫,৯৬] মালাইকা (ملائكة) অর্থ ফেরেস্তা। তারা বারবার ঘোষণা দেবে, ( إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا) " তোমরা এখানে সুস্থ থাকবে কখনও অসুস্থ হবে না। তোমরা এখানে বেচে থাকবে কখনও মৃত্যুবরণ করবে না। তোমরা এখানে যুবক থাকবে কখনও বৃদ্ধ হবে না। তোমরা এখানে সুখী থাকবে কখনও দুঃখ পাবে না। [সহীহ মুসলিম] দুনিয়াতে যুবক/বৃদ্ধ যে অবস্থাতেই মৃত্যুবরণ করুক জান্নাতে তাকে যুবক হিসাবে প্রবেশ করানো হবে এবং তার যৌবন স্থায়ী হবে। ছেলে মেয়ে সবার ক্ষেত্রে একই বিধান। আল্লাহ (ﷻ) বলেন, (إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا) "আমি তাদের পুনরায় সৃষ্টি করবো এবং তাদেরকে

| | |
|---|---|
| ৮১ | তারা বসে আসে সারা বেলা |
| ৮২ | যদি হয় মোর অবকাশ। |
| ৮৩ | সমুদ্রের সুরোভিত বাতাস |
| ৮৪ | আকাশ নীলাভ আলোতে নীল |
| ৮৫ | স্বপ্নীল প্রকৃতি, সোনালী সবুজ ঘাস। |
| ৮৬ | সুখের আবাস সেথা, অনন্ত অনাবিল। |
| ৮৭ | শত শত প্লেটে সাজানো খাবার, |
| ৮৮ | বারবার পেশ করা হবে সেবকের হাতে |
| ৮৯ | সাথে সুপেয় পানীয় যেনো অমিয় সুধা। |
| ৯০ | বাঁধা নেই কোনো কিছু পেতে। |
| ৯১ | নিকুঞ্জবনে, মালাইকাগণে, |
| ৯২ | গেয়ে যায় সুমধুর তানে – |
| ৯৩ | এ ভুবনে স্থায়ী সবে। |
| ৯৪ | রোগ–শোক নাহি রবে। |
| ৯৫ | এখানে অফুরন্ত যৌবন, |
| ৯৬ | সদা তুষ্ট রবে মন। |

কুমারিতে পরিনত করবো। [৫৬/৩৫,৩৬] রসুলল্লাহ (ﷺ) থেকে বর্ণিত আছে আয়াতটিতে দুনিয়াতে মৃত্যুবরণকারী বয়স্কা নেককার মহিলাদের কথা বলা হচ্ছে। অর্থাৎ আখিরাতে তাদের কুমারিতে পরিনত করা হবে। রসুলুল্লাহ (ﷺ) কোনো এক বৃদ্ধা মহিলাকে বলেছিলেন (لا يدخل الجنة عجوز) "কোনো বৃদ্ধা জান্নাতে প্রবেশ করবে না" বৃদ্ধা কাদতে শুরু করলে তিনি বললেন তুমি কি কুরআন পড় না বলে তিনি এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন। [জামিউল উসুল]

[৯৭,৯৮,৯৯,১০০] [৭] রসুলূল্লাহ (ﷺ) কে এক বেদুইন প্রশ্ন করল, ( إني أحب الخيل فهل في الجنة خيل) "আমি তো ঘোড়া পছন্দ করি। জান্নাতে কি ঘোড়া আছে?" তিনি বললেন " আল্লাহ যদি তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করান তবে তোমার একটি ইয়াকূতের ঘোড়া থাকবে যার দুটি পাখা থাকবে। তুমি যেখানে যেতে চাও সেটি তোমাকে নিয়ে সেখানে উড়ে যাবে। অন্য একজন প্রশ্ন করল জান্নাতে কি উট থাকবে রসুলুল্লাহ (ﷺ) বললেন "তুমি যে বাহনই চাও তা সেখানে পাবে"। এ হিসাবে বর্তমান যুগে এবং ভবিষ্যতে যত অত্যাধুনিক যান-বাহন আবিষ্কার হয়েছে বা হবে এবং যা মানুষ কল্পণাও করেনি এমন সব বাহন সেখানে থাকবে। উদাহরণ সরুপ বলা যেতে পারে উড়ন্ত মটর-বাইক, জীপ ইত্যাদি। আল্লাহ আমাদের কবুল করুন। [তিরমিযী]

[১০১,১০২,১০৩] ৭ নং টিকাতে উল্লেখিত জান্নাতীদের ভ্রমন সংক্রান্ত উক্ত লম্বা হাদীসটির একটি অংশে বলা হয়েছে। ভ্রমনের এক পর্যায়ে আল্লাহ (سبحانه وتعالى) আরামদায়ক বায়ু প্রেরণ করবেন যা মিসকের ধুলিকনা উড়িয়ে তাদের শরীর, পোশাক, মাথার চুল ও ঘোড়ার লাগামে লাগিয়ে দেবে প্রত্যেক ব্যক্তির নিজ ইচ্ছানুযায়ী লম্বা লম্বা চুল থাকবে। সেগুলোতে মিসকের কনা লেগে যাবে। এ ধরণের ভ্রমনে এই প্রকার বাতাসের স্পর্ষ কতটা গুরুত্ববহ তা সহজেই অনুভব করা যায়। অতএব প্রশংসা তার যিনি জান্নাতে আনন্দ-উপভোগের ছোট থেকে বড় কোনো কিছুরই অভাব রাখেননি।

[১০৪] রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, একজন ব্যক্তিকে আল্লাহ (ﷻ) বলবেন তুমি চাইতে থাকো ফলে যে চাইতেই থাকবে, চাইতেই থাকবে (حتـــي إذا انتهـــت بـــه الأمـــاني) "এমনকি তার সমস্ত চাওয়া-পাওয়া ফুরিয়ে যাবে" আল্লাহ (ﷻ) তাকে বলবেন। (لك ما سألت ومثله معه) তুমি যা চেয়েছো তোমাকে তার দ্বিগুন দিলাম। [বুঃ] অন্যান্য বর্ণনাতে এসেছে তার চাওয়া শেষ হলে আল্লাহ (ﷻ) তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলবেন, (سل كذا سل كذا) এটা চাও ওটা চাও। [মুঃ]

[১০৫,১০৬,১০৭,১০৮,১০৯,১১০,১১১,১১২,১১৩,১১৪,১১৫] রসুলূল্লাহ (ﷺ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন,( ثم يقبلون حتى ينتهوا إلى ما شاء الله عز وجل فإذا المرأة تنادي بعض أولئك : يا عبد الله ما لك فينا حاجة ؟ فيقول : ما أنت ؟ ومن أنت ؟ فتقول : أنا زوجتك وحبك ، فيقول : ما كنت علمت بمكانك ، فتقول المرأة : أوما علمت أن الله قال : (فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون "এর পর তারা চলতে থাকবে এমনকি বহু দূরে পৌছে যাবে এমন সময় একটি মেয়ে তাদের একজনকে ডাক দিয়ে বলবে, হে আল্লাহর বান্দা আমার নিকট কি আপনার কোনো প্রয়োজন নেই? সে বলবে তুমি কি? তুমি কে? মেয়েটি বলবে আমি আপনার স্ত্রী আমি আপনার ভালবাসা। সে বলবে, আমি তো তোমার অবস্থান সম্পর্কে জানতামই না। মেয়েটি বলবে "আপনি কে এটাও জানেন না যে, আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন "আমার নেককার বান্দাদের জন্য এমন কিছু রেখেছি যা কেউ জানেনা? ছেলেটি বলবে হ্যা অবশ্যই। [সিফাতুল জান্নাহ্ হাদীল আরওয়াহ্]

| | |
|---|---|
| ৯৭ | পাখা মেলা ঘোড়ায় চড়ে |
| ৯৮ | আকাশে উড়ে আনন্দ ভ্রমন |
| ৯৯ | যখন যেখানে খুশি, যতো দূরে..। |
| ১০০ | যেতে চাই কৌতুহলী মন |
| ১০১ | বাতাসে উড়ে আসা মিসকের কনা; |
| ১০২ | অজানা, শরীরে বুলিয়ে যাবে হাত। |
| ১০৩ | হঠাৎ শিহরনে, মন হবে আনমনা। |
| ১০৪ | কামনা বাসনা সব পূরা হবে নির্ঘাত |
| ১০৫ | ভ্রমন শেষে, অজানা অচিন দেশে |
| ১০৬ | বাসরের বেশে এক সুমতি স্বজন |
| ১০৭ | বদন রাঙিয়ে বলে, শুভ্র হেসে; |
| ১০৮ | আমাকে কি নেই প্রয়োজন? |
| ১০৯ | নির্জনে রমনীর ধ্বনী |
| ১১০ | শানিত তীরের মতো বিধে |
| ১১১ | কাধে মৃদু তাল; চোখে রক্তিম লাল চাহনী |
| ১১২ | এখনই মিলিত হওয়ার সাধে |

[১১৬] রসুলুল্লাহ (ﷺ) থেকে বর্ণিত ( لو أن حوراء بصقت في سبعة أبحر لعذبت البحار من عذوبة ريقها) "যদি কোনো হুর সমুদ্রে থুথু ফেলতো তবে তার লালার মিষ্টতায় গোটা সমুদ্রে পানি মিষ্টি হয়ে যেতো। [আবু নাইম] তিনি আরো বলেন, (بأصوات لم يسمع الخلائق مثلها) "তাদের কণ্ঠ এমন যা কোনো সৃষ্টি কখনও শোনেনি।" মালিক ইবনে দীনার হুরদের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, ( ولو دعي بكلامها ميت لأجاب) "তার কণ্ঠ এমন যে, যদি কোনো মৃতকে সে কণ্ঠে ডাকা হয় তবে সেও সাড়া দেবে। [আবু নাইম] চিন্তার বিষয় হলো. এই ধরণের কণ্ঠে ভালবাসার কথা শুনতে কতটা মধুর লাগবে!

[১১৭] রসুলুল্লাহ্ (ﷺ) বলেন, (ولنصيفها علي رأسها خير من الدنيا وما فيها) "তার মাথার উপর যে ওড়নাটি থাকবে তা দুনিয়া ও এর উপর যা কিছু আছে তা থেকে উত্তম হবে।" [সহীহ বুখারী]

[১১৮] আল্লাহ (ﷻ) হুরদের সম্পর্কে বলেন (عربا) "তারা হবে প্রেমাময়" [৫৬/৩৭] এই শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক। তাফসীরে এর বিভিন্ন অর্থ বর্ণিত আছে যার সবগুলোই আকর্ষণীয় ও চমকপ্রদ। তার মধ্যে একটি হলো, এরা ঐ সকল মেয়ে যারা স্বামীদের নিজের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য বিভিন্ন ঢঙে অঙ্গ-প্রতঙ্গ ও শরীর দুলায়। এদের আরবীতে (غنجات) বা (شكلات) বলা হয়। এই অঙ্গ-ভঙ্গিকে বলা হয় (دلال)। একজন আরব কবি হুরদের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন,

غادة ذات دلال ومرح

يجد الناعت فيها ما اقترح

শুভ্র বদন তার চলন আকা-বাকা

গুনাবলী চাও যতো আছে তাতে আঁকা।

[১১৯,১২০] মেয়েটি বলবে, ( أوما علمت أن الله قال : فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون) "আপনি কি জানেন না যে, আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন, কেউ জানে না আমি নেককার বান্দাদের জন্য কি লুকিয়ে রেখেছি"?

[১২১,১২২,১২৩,১২৪] এই চরণগুলো কোরানের নিম্মোক্ত আয়াতটির অনুবাদ। আল্লাহ (ﷻ) বলেন, ( تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ) "যারা তাদের পার্শ্বদেশকে বিছানা থেকে পৃথক রাখে (রাত্রি জাগরণ করে) এবং ভয় ও আশা নিজে নিজেদের বরবে ডাকে। কেউ জানে না তাদের জন্য চোখ জুড়ানো কি বস্তু লুকিয়ে রাখা হয়েছে। [সূরা সাজদা/১৬] অর্থাৎ জান্নাতে এমন অনেক লুকাইত ভোগ সামগ্রী আছে যা এমনকি জান্নাতে প্রবেশের পরও সামগ্রিকভাবে জানা সম্ভব হবে না বরং ক্রমে প্রকাশিত হবে।

[১২৫,১২৬,১২৭,১২৮,১২৯,১৩০] রসুলুল্লাহ (ﷺ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, ( فلعله يشتغل عنها بعد ذلك الموقف مقدار أربعين خريفا (٤) لا يلتفت ولا يعود ما يشغله عنها إلا (ما هو فيه من النعيم والكرامة "এই সাক্ষাতের পর হয়ত চল্লিশ বছর পর্যন্ত ছেলেটি মেয়েটিকে ভুলে থাকবে। সে তার নিকট ফিরেও আসবেনা তার ব্যাপারে মনোযোগই দেবে না কারণ অঢেল নাজ নেয়ামত ও বিনোদন তাকে মেয়েটি থেকে ব্যাস্ত রাখবে।" অর্থাৎ এই ব্যাস্ততার ফাকে যদি কখনও মেয়েটির সাক্ষাত পেতে ইচ্ছা করে তবে আবার রওয়ানা হবে আর এই দুই সাক্ষাতের মাঝে হয়তো কেটে যাবে চল্লিশ বছর বা তার চেয়ে বেশি। কারণ সে ছাড়াও অন্য আরো অনেক নাজ-নেয়ামত ও বিনোদন সঙ্গী রয়েছে।

[১৩১,১৩২] বর্ণিত আছে ( وإن شهوته تجري في جسدها سبعون (عاما تجد اللذة "স্বামীর সাথে মিলনের স্বাদ মেয়েটি ৭০ বছর পর্যন্ত অনুভব করতে থাকবে। সুতরাং এমন মনে করার কোনো কারণ নেই যে, স্বামি বিয়োগে স্ত্রী শোকে কাতর হয়ে যাবে বা কষ্টে সময় পার করবে। এটা আল্লাহ (ﷻ) এর অপরুপ কৌশল যে, তিনি নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য ভোগ ও আনন্দের পৃথক পৃথক ব্যাবস্থা করবেন। যেহেতু এই বিশেষ ব্যাপারে উভয়ের প্রকৃতি ও চিন্তা-চেতানা সম্পূর্ণ আলাদা। তাই পুরুষের জন্য বহু সংখক স্ত্রীর সাথে মিলিত হওয়ার সুযোগ থাকবে আর মেয়েদের জন্য একবার মিলনের মাধ্যমে লম্বা সময় উপভোগ করার ব্যাবস্থা থাকবে।

| | |
|---|---|
| ১১৩ | অবাধে আমাকে ডাকে। |
| ১১৪ | কে তুমি? হে মানব হরিণী। |
| ১১৫ | ক্ষমা করো, চিনতে পারিনি। |
| ১১৬ | সেই বাসরী বধূ মধুমাখা মুখে |
| ১১৭ | চিকমিকে রেশমী ওড়নাটি কাধে ফেলে |
| ১১৮ | দুলে দুলে শোনাবে আমাকে, |
| ১১৯ | তুমি গেছো কি ভুলে, |
| ১২০ | কোরআনে যা বলে? |
| ১২১ | ""সমগ্র রজনী যারা বিছানা ছেড়ে |
| ১২২ | অঝোরে ক্রন্দন করে মুক্তির তরে |
| ১২৩ | কেউ না জানে তার প্রতিদানে |
| ১২৪ | মনোহরী কি আছে সঙ্গোপনে।"" |
| ১২৫ | বিনোদন শেষে বাতাসে ভেসে |
| ১২৬ | স্বদেশে ফিরে যাবে স্বপ্নের কুমার। |
| ১২৭ | হাজার হাজার মজার বিনোদনে |
| ১২৮ | অগননে সময় হবে পার। |

[১৩৩] ৪৪ নং চরন দ্রষ্টব্য সেখানে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

[১৩৪]

[১৩৫,১৩৬] ৩৮/৩৯ নং চরন দ্রষ্টব্য সেখানে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

[১৩৭] রসুলুল্লাহ (ﷺ) হতে বর্ণিত (وعليهم تاج كتاج الملوك) "তাদের মাথার উপর রাজা-বাদশাদের মতো তাজ (মুকুট) থাকবে। [সিফাতুল জান্নাহ্] আরো বর্ণিত আছে ( وإن عليهم لتيجانا أدنى لؤلؤة منها ما بين المشرق والمغرب) "তাদের মাথায় এমন মুকুট থাকবে যাতে অবস্থিত সর্বনিম্নমানে রত্নটি পূর্ব-পশ্চিমকে আলোকিত করে দিতে সক্ষম।" [সিফাতুল জান্নাহ্] আল্লাহ (ﷻ) বলেন, (يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ) "তাদের স্বর্ণ ও রত্নের কঙ্কন পরানো হবে এবং তাদের পোশাক হবে রেশমের। [২২/২৩] রসুলুল্লাহ্ (ﷺ) হতে বর্ণিত ( ولو أن رجلا من أهل الجنة اطلع فبدا سواره لطمس ضوؤه ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم) "যদি জান্নাতের কোনো পুরুষের হাতে যে কঙ্কন থাকে তা প্রকাশিত হয়ে পড়ে তবে তা সূর্যের আলোকে ম্লাণ করে দেবে যেভাবে সূর্য তারকারাজির আলোকে ম্লাণ করে দেয়। [সিফাতুল জান্নাহ্]

[১৩৮] আল্লাহ (ﷻ) বলেন, (ولباسهم فيها حرير) "সেখানে তাদের পোশাক হবে রেশমের।" রসুলুল্লাহ (ﷺ) হতে বর্ণিত ( في وسطها شجرة تنبت الحلل فيأتيها ، فيأخذ بين إصبعيه سبعين حلة منظمة باللؤلؤ والمرجان) "জান্নাতীদের বাড়ির মাঝে একটি গাছ থাকবে যা থেকে (ফুল-ফলের মতো) পোশাক বের হবে। তারা সেখান থেকে ৭০ পর্দা কাপড় নিজের দুই আঙ্গুলির মাঝে গ্রহণ করতে পারবে [অর্থাৎ কাপড়গুলো এতো চিকন হবে] ঐ সকল কাপড়গুলোর মাঝে মাঝে হীরা-জহরত গাথা থাকবে। [সিফাতুল জান্নাহ্] জান্নাতী মেয়েদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তাদের গায়ে সত্তোর পর্দা কাপড় থাকবে যা ভেদ করে তাদের হাড়ের মজ্জা পর্যন্ত দেখা যাবে [বুঃওমুঃ]

[১৩৯,১৪০] আল্লাহ (ﷻ) বলেন, (إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا) "মুত্তাক্বীদের জন্য থাকবে সফলতার স্থান আঙ্গুর গাছ ও বাগান" [নাবা/৩১-৩২] এই সকল বাগবাগিচার মধ্যে ভ্রমন করা সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীস বর্ণিত আছে যার কিছু অংশ আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। ৯৭ নং চরণ দ্রষ্টব্য।

[১৪১,১৪২,১৪৩] রসুলুল্লাহ (ﷺ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন ( إنه ليصف للرجل من أهل الجنة سماطان لا يرى طرفاهما من غلمانه حتى إذا مر مشوا وراءه) "একজন জান্নাতী পুরুষের জন্য দুসারি সেবক নিয়োজিত থাকবে। সারি দুটি এতই লম্বা হবে যে তার দুই প্রান্ত দেখা যাবে না। যখন সে হাটবে তখন তারা তার পিছু নেবে। মেয়েদের ব্যাপারেও অনুরুপ বলা হয়েছে বর্ণিত আছে রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, ( معشر النسوان أما إن خياركن يدخلن الجنة قبل خيار الرجال ، فيغسلن ويطيبن ويرفعن إلى أزواجهن على براذين الأحمر والأصفر والأخضر ، يشيعهن الولدان كأنهن اللؤلؤ المنثور) "হে মেয়েরা তোমাদের মধ্যে যারা নেককার তারা নেককার পুরুষদের পূর্বে জান্নাতে

প্রবেশ করবে। তারা গোসল করবে আতর মাখবে এর পর লাল, সবুজ, হলুদ ইত্যাদি বিভিন্ন রঙের বাহনের উপর সওয়ার করে তাদের স্বামীদের নিকট নিয়ে যাওয়া হবে। সে সময় তাদের পিছনে বালকেরা ভির করে গমণ করবে যেনো মনে হবে তারা ছড়ানো মুক্তা। [সিফাতুল জান্নাহ্]

[১৪৪] রসুলুল্লাহ (ﷺ) কে প্রশ্ন করা হলো জান্নাত কি দ্বারা নির্মাণ করা হয়েছে তিনি বললেন, ( لَبِنَةٌ مِنْ ذَهَبٍ وَلَبِنَةٌ مِنْ فِضَّةٍ وَمِلَاطُهَا الْمِسْكُ الْأَذْفَرُ وَحَصْبَاؤُهَا اللُّؤْلُؤُ وَالْيَاقُوتُ وَتُرْبَتُهَا الزَّعْفَرَانُ) "একটির পর একটি সোনা ও একটি রোপার ইট, তার সিমেন্ট হলো মিসকের, বালু হলো হীরা-জহরত আর মাটি হলো যা'ফরানের। [মিশকাত]

| | |
|---|---|
| ১২৯ | তার ফাকে, থেকে থেকে, |
| ১৩০ | স্মৃতিতে স্মরে সেই বিরহ বধুকে। |
| ১৩১ | সুদুর অতীতে প্রথম দেখার স্বাদে |
| ১৩২ | বাকিটা সময় তার কাটে আহলাদে। |
| ১৩৩ | সেখানে থাকবেনা কষ্ট ক্লেশ |
| ১৩৪ | নিঃশেষ হবে বিষাদের ব্যাথা |
| ১৩৫ | কথা হবে শান্তির বাণী |
| ১৩৬ | নেই কোনো অসারতা। |
| ১৩৭ | মাথায় শোভিত রত্নের তাজ |
| ১৩৮ | গায়ে শতভাজ রেশমী পোশাক পরে |
| ১৩৯ | বাগিচার মাঝে স্বর্গীয় সাজে, |
| ১৪০ | সদা বিচরন করে। |
| ১৪১ | দু'ধারে তার হাজার হাজার |
| ১৪২ | চাকর বাকর প্রজা। |
| ১৪৩ | পিছু নেয় কাতারে কাতার। |
| ১৪৪ | সোনা-রুপার শাহী মহলে |

[১৪৫] রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, ( إن الرجل من أهل الجنة ليتكئ اتكاءة واحدة قدر سبعين سنة يحدث بعض نسائه) "একজন জান্নাতী পুরুষ তার কোনো এক স্ত্রীর সঙ্গে আলাপরত অবস্থায় একপাশে হেলান দিয়ে ৭০ বছর কাটিয়ে দেবে। [সিফাতুল জান্নাহ্] জান্নাতীরা সিংহাসনে হেলান দিয়ে বসে থাকবে এ কুরআনের বহু স্থানে বলা হয়েছে। এটা এ কারণে যে, সেখানে তাদের করার কিছুই থাকবে না। রিযিকের অন্বেশনে প্রচেষ্টা করার প্রয়োজন থাকবে না। সলাত সওম ইত্যাদি কোনো ইবাদত থাকবে না ফলে বেশিরভাগ সময়ই কোনো একজন স্ত্রীর সাথে আরাম কেদারায় বসে আলাপ-আলোচনা করে সময় কাটানোটাই স্বাভাবিক।

[১৪৬] আবু উমামা (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, ( إن المؤمن يكون متكئا على أريكته إذا دخل

الجنة وعنده سماطان من الخدم وعند طرف السماطين باب مبوب ، فيقبل الملك من ملائكة الله عز وجل يستأذن ، فيقوم أدنى الخدم إلى الباب فإذا هو بالملك يستأذن ، فيقول للذي يليه ملك يستأذن ويقول الذي يليه للذي يليه ملك يستأذن كذلك حتى يبلغ المؤمن فيقول : ائذنوا ، ويقول الذي يليه للذي يليه ائذنوا كذلك حتى يبلغ أقصاهم الذي عند الباب فيفتح له فيدخل ‘‘মুমিন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশের পর সিংহাসনে হেলান দিয়ে বসে থাকবে। তার নিকট দু সারি সেবক দাড়িয়ে থাকবে। দুটি সারির শেষে একটি বড় দরজা থাকবে। সে সময় একজন ফেরেস্তা এসে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থণা করবে। দরজার সর্বাধিক নিকটে যে চাকরটি থাকবে সে উঠে যেয়ে দেখবে একজন ফেরেস্তা প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করছে। সে তার পাশের জনকে বলবে একজন ফেরেস্তা প্রবেশের অমুমতি প্রার্থনা করছে। সে ব্যক্তি আবার তার পাশের জনকে বলবে এভাবে কানে কানে খবরটি জান্নাতী ব্যাক্তির নিকট পৌছাবে। সে বলবে ‘‘তাকে প্রবেশের অমুমতি দাও’’। অনুমতি দেওয়ার খবর পুর্বোক্ত পন্থায় একে অপরের কানে কানে দরজার নিকটে থাকা ব্যক্তি পর্যন্ত পৌছাবে। এর পর দরজা খুলে দেওয়া হবে ফলে সে প্রবেশ করবে। [সিফাতুল জান্নাহ্] অন্য রেওয়ায়েতে এসেছে ফেরেস্তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে হাদীয়া তোহ্ফা নিয়ে আগমণ করবে।

[১৪৭]

[১৪৮,১৪৯,১৫০,১৫১,১৫২,১৫৩,১৫৪,১৫৫]

[১৫৬] জান্নাতের ঝর্ণা সম্পর্কে আল্লাহ্ (ﷻ) বলেন, (يفجرونها تفجيرا) ‘‘তারা সেগুলো সেভাবে ইচ্ছা প্রবাহিত করবে’’ তাফসীরে বলা হয়েছে (يقودونها حيث شاؤوا من منازلهم) ‘‘তারা সেগুলো তাদের বাসস্থানের যেদিকে ইচ্ছা স্থাপণ করবে। [তাবারী, বায়দাবী] অর্থাৎ বাড়ির আসবাব পত্র যেমন মাঝে মাঝে ইচ্ছানুযায়ী স্থান পরিবর্তন করে মনের মতো করে ঘর সাজানো যায় জান্নাতে এমনকি ঝর্ণ নদ-নদী বা পুকুর সমূহ প্রয়োজন মতো বাড়ির সামনে-পিছনে বা ডানে-বামে স্থানান্তর করে ইচ্ছামত সৌন্দর্য উপভোগ করার সুযোগ থাকবে। সুবহানাল্লাহ!।

[১৫৭] জান্নাতের গাছ সম্পর্কে বলা হয়েছে ( فإذا أرادوا أن يأكلوا من الثمرة تدلى عليهم فأكلوا منه ما شاءوا) ‘‘যখন তারা সে গাছের ফল খেতে চাবে তা নিচের ডাল নামিয়ে দেবে ফলে তারা তা থেকে যতটা খুশি আহার করবে। [সিফাতুল জান্নাহ্]

[১৫৮] বারা ইবনে আযিব থেকে বর্ণিত আছে ( أهل الجنة يأكلون منها قياما وقعودا ومضطجعين ، وعلى أي حال شاءوا) তারা শুয়ে বসে দাড়িয়ে যেভাবে খুশি ফল ছিড় নিতে পারবে। [সিফাতুল জান্নাহ্]

[১৫৯] রসুলুল্লাহ (ﷺ) থেকে বর্ণিত (إن الرجل إذا نزع ثمرة من الجنة عادت مكانها أخرى) ‘‘কোনো জান্নাতী যদি কোনো ফল ছিড়ে নেয় তবে সে স্থানে তখনি নতুন ফল গজিয়ে ওঠে।

[১৬০,১৬১] আবু উমামা থেকে বর্ণিত ( إن الرجل من أهل الجنة ليشتهي الشراب من شراب الجنة فيجيء الإبريق فيقع في يده فيشرب ثم يعود إلى مكانه) "জান্নাবাসীদের কেউ যদি জান্নাতের কোনো পানীয় পান করার ইচ্ছা করে তবে পানপাত্র নিজেই তার হাতে চলে আসবে সে পান করার পর তা আমার নি স্থানে ফিরে যাবে" [সিফাতুল জান্নাহ্]

[১৬২,১৬৩,১৬৪,১৬৫,১৬৬,১৬৭] রসুলুল্লাহ (ﷺ) হতে বর্ণিত ( إن الرجل ليشتهي الطير في الجنة فيجيء مثل البختي حتى يقع على خوانه (١) لم يصبه دخان ولم تمسه نار فيأكل منه حتى يشبع ثم يطير) "একজন ব্যক্তি যদি পাখির মাংস খাওয়ার ইচ্ছা করে তবে উটের মতো পাখি তার খাবার প্লেটে আপনা-আপনি কোনো আগুন ও ধোয়ার স্পর্ষ ছাড়ায় রান্না হয়ে হাজির হবে। সে ওটা হতে তৃপ্তিমতো খাওয়ার পর সেটা আবার উড়ে যাবে। অন্য আরেকটি বর্ণনাতে এসেছে, পাখিটি বলবে, ( يا ولي الله أكلت من الزنجبيل ، وشربت من السلسبيل ، ورتعت بين العرش والكرسي فكلني) "হে আল্লাহর ওলী আপনি ঝানযাবিল থেকে আহার করেছেন সালসাবিল থেকে পাণ করেছেন আর আমি আরশ ও কুরসীর মাঝে বিচরণ করি অতএব আমাকে আহার করুন। ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত রসুলুল্লাহ (ﷺ) তাকে বলেন, ( إنك لتنظر إلى الطير في الجنة فتشتهيه فيخر بين يديك مشويا) "তুমি জান্নাতের কোনো পাখির দিকে তাকিয়ে তা খাবার ইচ্ছা করলে তা তখনি তোমার সামনে ভোনা মাংস হয়ে হাজির হবে।" অন্য রেওয়ায়েতে এসেছে, উক্ত পাখির শরীরের বিভিন্ন স্থান হতে বিভিন্ন রকম স্বাদ পাওয়া যাবে।

| | |
|---|---|
| ১৪৫ | বিশ্রাম করে সুখাসনে হেলে |
| ১৪৬ | প্রাসাদের প্রধান ফটক থেকে |
| ১৪৭ | দু,সারি সেবক দাড়িয়ে থাকে। |
| ১৪৮ | আকাশের মালাইকা |
| ১৪৯ | ফল নিয়ে থোকা থোকা। |
| ১৫০ | সালাম দিয়ে, দাড়িয়ে থাকে দারে। |
| ১৫১ | অনুমতি চায় প্রবেশের তরে। |
| ১৫২ | চুপিসারে বেশুমার রক্ষিগণে |
| ১৫৩ | খবর শোনায় কানে-কানে। |
| ১৫৪ | রাজনের অনুমতি হলে, |
| ১৫৫ | তার প্রবেশাধিকার মেলে। |
| ১৫৬ | হাতের ইশারায়, ঝর্না বয়ে যায়। |
| ১৫৭ | নেমে আসে ফলে ভরা ডাল। |
| ১৫৮ | শুয়ে-বসে, যেভাবে চায় ছিড়ে নেয়, |
| ১৫৯ | শূন্য বোটায় তখনি গজায় ফল। |
| ১৬০ | জলভরা পাত্র সচল হয়ে এগিয়ে আসে, |

[১৬৮,১৬৯,১৭০,১৭১,১৭২] জান্নাতীরা জান্নাতে প্রবেশের পরও দুনিয়ার স্মৃতি স্মরণ করবে এমন অনেক প্রমাণ রয়েছে। আল্লাহ (ﷻ) বলেন, (قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ....) ‘‘তাদের মধ্যে একজন বলবে দুনিয়তে আমার একজন বন্ধু ছিল সে বলতো তুমি কি আখিরাতে বিশ্বাস করো? আমরা যখন মাটি হয়ে যাবো এবং হাড় হয়ে যাবো আমাদের কি আবার বিচার করা হবে? আল্লাহ বলবেন তোমরা কি তাকে দেখতে চাও? ফলে তারা তাকে জাহান্নামের গহীনে দেখতে পাবে। উক্ত জান্নাতী ব্যক্তি বলবে, হায় আল্লাহ্ তুমি তো আমাকে প্রায় ধ্বংসই করে ফেলেছিলে। [সাফ্ফাত/৫১] তারা বলবে, (انا كنا في اهلنا مشفقين) ‘‘আমরা তো দুনিয়াতে ভীত সন্ত্রস্ত ছিলাম পরে আল্লাহ আমাদের উপর দয়া করেছেন ... আমরা তো তাকে ডাকতাম ... [তুর/২৬] এভাবে তারা দুনিয়ার কথা স্মরণ করবে। রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, ‘‘জান্নাতীরা জান্নাতে প্রবেশের পর পরিচত জনেরা একে অপরকে দেখার জন্য ব্যাকূল হয়ে উঠবে। ফলে একজনের আসন সচল হয়ে অন্যের আসনের নিকটবর্তী হবে এমনটি তাদের মধ্যে সাক্ষাত হবে। তারা উভয়েই কাদবে। একজন বলবে তোমার কি মনে আছে আল্লাহ আমাদের কি কারণে ক্ষমা করেছেন? অপরজন বলবে, হ্যা। আমরা অমুক দিন অমুক স্থানে ছিলাম এবং আল্লাহর নিকট দোয়া করেছিলাম ফলে তিনি আমাদের ক্ষমা করে দিয়েছেন। তবে ঐ সকল স্মৃতি নষ্ট করে দেওয়া হবে যেগুলো কষ্ট দেয় বা বিবাদ সৃষ্টি করে। আল্লাহ বলেন, ( ونزعنا ما في صدورهم من غل) আমি তাদের অন্তর হতে সকল বিদ্বেশ দূর করে দেবো। [১৫/৪৭]

[১৭৩,১৭৪,১৭৫,১৭৬,১৭৭,১৭৮,১৭৯,১৮০,১৮১,১৮২] রসুলুল্লাহ (ﷺ) হতে বর্ণিত ‘‘জান্নাতে একজন পুরুষের হেলান দেওয়া অবস্থায় একপাশ হতে অন্য পাশে ফেরার মধ্যে ৭০ বছরের ব্যাবধান থাকবে। তারপর তার নিকট একজন মেয়ে আসবে সে তার কাধে মৃদু আঘাত করবে (মুল্লাহ আলী কারী মিরাকাতে বলেন ((ضرب الغنج অর্থাৎ এই আঘাত হবে স্বামীকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য) ছেলেটি মেয়েটির দিকে তাকালে দেখবে তার মুখ আয়নার চেয়েও স্বচ্ছ এবং মেয়েটির গায়ের সর্ব নিম্ন রত্নটিও পুর্ব পশ্চিমকে আলোকিত করে দিতে সক্ষম। মেয়েটি সালাম দিলে ছেলেটি উত্তর দিয়ে প্রশ্ন করবে তুমি কে ? সে বলবে আমি অতিরিক্ত। [মিশকাত]

মুল্লা আলী কারী বলেন

يراد به ما في قوله تعالى لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد

আল্লাহ বলেন (তারা সেখানে তাদের মনে যা ইচ্ছা হবে তার সবই পাবে এবং আমার নিকট রয়েছে অতিরিক্ত [সুরা কাফ/৩৫] হাদীসে অতিরিক্ত দ্বারা এটাই উদ্দেশ্য [মিরকাতুল মাফাতিহ শারহু মিশকাতুল মাসাবিহ]

[১৮৩,১৮৪,১৮৫,১৮৬,১৮৭,১৮৮,১৮৯,১৯০,১৯১,১৯২,১৯৩,১৯৪] ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত ( إن في الجنة نهرا يسمى البيدخ عليه قباب من ياقوت تحته جوار نابتات يتغنين بالقرآن ، )

يقول أهل الجنة : اذهبوا بنا إلى البيدخ ، فإذا جاءوا يتصفحون تلك الجواري ، فإذا هوى أحدهم من الجواري شيئا ، وضع يده على معصمها فاتبعته ، ونبت مكانها أخرى) "জান্নাতে একটি নদী আছে তার নাম বায়দাখ। তার উপরে ইয়াকুতের তৈরী ছাউনি আছে যার নিচে অল্প বয়স্ক বালিকা ফুটে থাকে। তারা সূর করে কুরআন তিলাওয়াত করে। জান্নাতীরা বলবে, চলো আমরা বায়দাখের তীরে যায়। তারা যেখানে পৌছালে ঐ সকল বালিকাদের শরীরে স্পর্ষ করে দেখে। যখন তাদের নিকট কোনো একটি বালিকা পছন্দ হয় তারা তার কব্জির উপর হাত রাখে। ফলে সে তার পিছু পিছু চলে যায়। তার স্থানে নতুন বালিকা গাজিয়ে ওঠে। [সিফাতুল জান্নাহ্] রেওয়ায়েতটি সম্পূর্ণ লক্ষ করে মনে হয় এগুলো আসলে মূর্তির মতো যেমনটি কবিতার চরণে বলা হয়েছে। যেহেতু এখানে গজিয়ে ওঠার এবং কব্জিতে স্পর্ষ না করা পর্যন্ত নিজ স্থানে স্থির থাকার কথা বলা হচ্ছে। কুরআন তিলাওয়াতের ব্যাপারে কথা হলো জান্নাতে মূর্তির মধ্যেও কণ্ঠ থাকাটা অস্বাভাবিক নয়। আর আল্লাহই ভাল জানেন। বড় কথা হলো অন্তর যা কিছু কল্পণা করতে সক্ষম জান্নাতে তার চেয়ে অনেক বেশি নেয়ামত থাকবে। এখানে লক্ষনীয় ব্যাপার হলো একজন পূরুষের হাতের ছোয়ায় যে মেয়ে প্রাণ লাভ করে সে ঐ পুরুষের উপর কতটা অনুরক্ত ও আশক্ত হতে পারে এবং কতাট কৃতজ্ঞ হতে পারে!

| | |
|---|---|
| ১৬১ | পান শেষে ফিরে যায় নিজ আবাসে। |
| ১৬২ | মানসে খাবারের বাসনা হলে, |
| ১৬৩ | ডানা মেলে উড়ে আসে পাখি। |
| ১৬৪ | ভোনা মাংস হয়ে বলে, |
| ১৬৫ | আমি আরশের পাশে থাকি। |
| ১৬৬ | খাবার পর, ছুড়ে ফেলে তার হাড় |
| ১৬৭ | পাখি হয়ে তা উড়ে যায় আবার |
| ১৬৮ | নিভৃত কোনো সবুজ কাননে |
| ১৬৯ | স্বর্নে সাজানো রাজার আসনে হেলে, |
| ১৭০ | ফেলে আসা স্মৃতির মায়া-জাল বোনে। |
| ১৭১ | মনের পর্দায়, ভাসমান জলে |
| ১৭২ | পাল-তুলে যায়, গহীন গহনে। |
| ১৭৩ | এক অচেনা হাতের কোমল ছোয়ায়। |
| ১৭৪ | ফিরে পায় চেতনা; বিস্ময়ে চায়। |
| ১৭৫ | এক পুষ্পিত রমনী। |
| ১৭৬ | মুখে তার শান্তির বানী। |

[১৯৫,১৯৬] হুর (حور) শব্দটি হাওরা (حوراء) শব্দের বহুবচন। যার অর্থ সাদা বা শুভ্র। লিসানুল

আরবে বলা হয়েছে, "হুর হল চোখের সাদা অংশ অত্যাধিক সাদা হওয়া আর কালো অংশ অত্যাধিক কালো হওয়া। চোখের মনি পনিপুর্ন গোল হওয়া, পর্দা অত্যাধিক পাতলা হওয়া এবং তার চারপাশ কালো হওয়া এমনও বলা হয়ে থাকে যে, এর অর্থ চোখের মনিটি অতিমাত্রায় কালো হওয়া আর চোখের সাদা অংশটি তীব্র সাদা হওয়া এর সাথে সাথে গায়ের রংও উজ্জল হওয়া চায়। গায়ের রং যাদের শ্যাম বর্নের তাদের হুর বলা চলে না আজজুহরী বলেন হুর হওয়ার জন্য শর্ত হল তার চোখের যে বর্ননা দেওয়া হল তার পাশাপাশি তার গায়ের রংও উজ্জল হবে।" মুজাহিদ বলেন, ( والحور التي يحار فيها الطرف) "হুর হলো সে যাকে দেখে দৃষ্টি হয়রান হয়ে যায়" [সহীহ বুখারী]

[১৯৭] হাসান (রঃ) কিছু যুবকের দিকে দৃষ্টি দিয়ে বললেন, ( يا معشر الشباب أما تشتاقون إلى الحور العين) "হে যুবকেরা তোমরা কি টানা-টানা চোখ বিশিষ্ট হুরদের প্রেমিক নও! আরকজন আলেম একজন যুবককে বললেন (تشتاق إلى الحور العين) "তুমি কি হুরদের প্রেমে পড়েছো?" সে বললো না। তিনি বললেন, (فاشتق إليهن فإن نور وجوههن من نور الله) "তাদের প্রেমে পড়ো কেননা তাদের চেহারার উজ্জলতা স্বয়ং আল্লাহ (ﷻ) এর দান।" একথা শুনে উক্ত ব্যক্তি অজ্ঞান হয়ে যায় এবং এক মাস যাবৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে থাকে। [সিফাতুল জান্নাহ্]

[১৯৮] বর্নিত আছে, ( ولو أن طاقة من شعرها بدت لملأت ما بين المشرق والمغرب من طيب ريحها) "যদি তার এক গোছা চুল প্রকাশিত হয়ে পড়তো তবে পূর্ব-পশ্চিম তার সুগন্ধিতে ভরে যেতো" [তিররানী]

[১৯৯] রসুলুল্লাহ (ﷺ) হবে বর্ণিত ( سطع نور في الجنة فقيل: ما هذا؟ فإذا هو من ثغر حوراء ضحكت في وجه زوجها) "জান্নাতে একটি প্রকট আলোর ঝলক দেখা যাবে। সবাই বলবে, এটা কিসের আলো। বলা হবে এটা একটি হুরের দাতের আলো যে তার স্বামীকে দেখে হেসেছিল। [জামিউল আহাদীস]

[২০০] রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, ( ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما) "যদি কোনো জান্নাতী নারী পৃথিবী বাসীর দিকে উকি দেয় তবে আকাশ ও পৃথিবীর মাঝে সকল কিছু সুগন্ধিতে ভরে যাবে এবং আলোক উজ্জল হয় যাবে। [বুখারী]

[২০১] বর্ণিত আছে (قال لو أن امرأة من نساء أهل الجنة بدا معصمها لذهب بضوء الشمس) "যদি কোনো জান্নাতী মেয়ের হাতের কব্জি বাহির হয়ে পড়তো তবে সূর্যের আলো নিভে যেতো।" [মুসান্নাফে আবি শায়বা] কা'ব থেকে বর্ণিত তিনি বলেন,( لو أن يدا من الحور دليت من السماء ببياضها وخواتيمها لأضاءت لها الأرض كما تضيء الشمس لأهل الدنيا . قال : قلت : يدها فكيف بالوجه بياضه وحسنه وجماله وتاجه بياقوته ولؤلؤه وزبرجده) "যদি কোনো হুরের হাতের সুভ্রতা ও তাতে বিদ্যমান আংটিগুলো প্রকাশিত হয়ে যেতো তবে তা পৃথিবীবাসীকে সূর্যের মতো আলোকিত

করে রাখতো। একথা শুনে একজন বললেন, আপনি বলছেন তার হাতের অবস্থা এই তাহলে তার চেহারা এবং মাথার উপর থাকা ইয়াকুত ও মনিমানিক্যের মুকুটের অবস্থা কি হবে?

[২০২] রসুলুল্লাহ (ﷺ) হতে বর্ণিত ( ما من غدوة من غدوات الجنة - إلا يزف إلى ولي الله فيها عروس لم يلدها آدم ولا حواء ، إنما هي إنشاء خلقت من زعفران) "জান্নাতের প্রতিটি সকালেই আল্লাহর বান্দার জন্য একটি একটি নববধু বাসরে পাঠানো হয়। যাকে কোনো মানুষ জন্ম দেয়নি বরং সরাসরি জা'ফরান থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। [সিফাতুল জান্নাহ্]

[২০৩] রসুলুল্লাহ্ (ﷺ) বলেন, (بأصوات لم يسمع الخلائق مثلها) "তাদের কণ্ঠ এমন যা কোনো সৃষ্টি কখনও শোনেনি।" এ বিষয়ে ১১৬ নং লাইনে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

| | |
|---|---|
| ১৭৭ | মাথায় তার ঝলমলে তাজ। |
| ১৭৮ | রেশমী ভুষনে অপরুপ কারুকাজ। |
| ১৭৯ | চেহারার ত্বকে, নিজের ছবি দেখে। |
| ১৮০ | তাকে বলে, তুমি কে, কোথা থেকে? |
| ১৮১ | একে-বেকে দুলে, সে গেয়ে যায় গান, |
| ১৮২ | বিধাতার আমি এক অতিরিক্ত দান। |
| ১৮৩ | বায়দাখ্ নামক নদীর তটে |
| ১৮৪ | গজিয়ে ওঠে ফুটফুটে সব বালিকা। |
| ১৮৫ | সখারা তাদের গায়ে দুহাত বুলিয়ে, |
| ১৮৬ | বেছে নেয় পছন্দের প্রেমিকা। |
| ১৮৭ | শত শত ফুটন্ত ফুলপরী, |
| ১৮৮ | মূর্তিমান দাড়িয়ে থাকে সারি সারি। |
| ১৮৯ | তারি মাঝে যাকে মনে ধরে, |
| ১৯০ | হাত রাখে তার কাঁধের পরে। |
| ১৯১ | মায়াবী মূর্তি প্রান ফিরে পায়। |
| ১৯২ | বরের পিছু যায় বাসরায়। |

[২০৪] হুরদের বলা হয়েছে (عرب) যার একটি অর্থ বিভিন্নভাবে স্বামীদের নিজের দিকে আকৃষ্ট করা। এর মধ্যে চোখের অঙ্গ-ভঙ্গীতে স্বামীকে আকৃষ্ট করাও অন্তর্ভূক্ত। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা ১১৮ নং লাইনে করা হয়েছে।

[২০৫] রমন অর্থ সহবাস। বর্ণিত আছে, ( وأزواج مطهرة قلت يا رسول الله ولنا فيها أزواج أو منهن مصلحات قال الصالحات للصالحين تلذونهن مثل لذاتكم في الدنيا ويلذذن بكم غير ان لا توالد) "আল্লাহর রসুল (সঃ) পবিত্রা স্ত্রীদের কথা উল্লেখ করলে একজন সাহাবী প্রশ্ন করলেন তাদের মধ্যে কি মিলনের সক্ষমতা থাকেবে? তিনি (ﷺ) বললেন নেককার নারীরা নেককার পুরুষদের জন্য

তোমরা তাদের উপভোগ করবে যেভাবে দুনিয়াতে করে থাক এবং তারা তোমাদের উপভোগ করবে কিন্তু কোন সন্তান জন্মাবে না। [হাকিম তার মুসতাদরাকে হাকিম] (৮)

[২০৬] জান্নাতী মেয়েদের বলা হয়েছে (الحور العين) যার অর্থ টানা-টানা চোখ বিশিষ্ট সুন্দরী মেয়ে। আমরা লিসানুল আরব থেকে পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, হুর বলা হয় সেই মেয়েকে যার চোখের সাদা অংশ অত্যাধিক সাদা আর কালো অংশ অত্যাধিক কালো হয় সেই সাথে গায়ের রঙ অত্যাধিক ফর্সা হয়। অর্থাৎ হুরের সৌন্দর্যের ক্ষেত্রে চোখের বর্ণনটিই প্রধান।

[২০৭] আল্লাহ (ﷻ) বলেন, (وكواعب اترابا) "তাদের জন্য থাকবে একই বয়ষের স্ফীত বক্ষ বিশিষ্ট যুবতীরা"। [৭৮/৩৩] এর ব্যাখ্যায় ইবনে কায়্যুম (রঃ) বলেন, ( وقد وصفهنّ الله عزّ وجلّ بأنّهنّ كَوَاعِب.وهو جمع:كَاعِب.وهي المرأة التي قد تكعّب ثديها واستدار ولم يتدلّ إلى أسفل.وهذا مِن أحسن خَلْق النساء وهو ملازمٌ لسنّ الشباب) "আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা ঐসকল নারীদের কাওয়ায়িব বলে আখ্যায়িত করেছেন কাওয়ায়িব বলা হয় ঐ সকল মেয়েদের যাদের স্তন স্ফীত এবং গোল হয়ে উঠেছে নিচের দিকে ঝুলে পড়েনি এটাই নারীদের সর্বত্তম গঠন কেবল মাত্র উঠতি বয়সের যুবতীদেরই এমন গঠন হয়ে থাকে।" রাওদাতুল মুহিব্বিন" হাদীল আরওয়াহ্ নামক কিতাবে বলেন, (والمراد أن ثديهن نواهد كالرمان ليست متدلية إلى اسفل) "এখানে উদ্দেশ্য হলো ঐ সকল মেয়েদের যাদের বক্ষ ডালিমের মতো উত্তোলিত। নিচের দিকে ঝুলে যায় নি।"

[২০৮,২০৯] ভ্রুর সৌন্দর্য চোখের সৌন্দর্যেরই অংশ যে বিষয়ে পূর্বে আলোকপাত করা হয়েছে। একইভাবে ঠোটের সৌন্দর্য চেহারা বা মুখের সৌন্দর্যের অংশ যা পূর্বে গত হয়েছে।

[২১০,২১১] আল্লাহ্ (ﷻ) হুরদের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন, (عربا) "প্রেমাময়" পূর্বে ৫১ নং লাইনে শব্দটির অর্থের উপর আমরা কিছু আলোকপাত করেছি। সেখানে বলা হয়েছে শব্দটির ব্যাপক অর্থ রয়েছে। এখানে আমরা শব্দটি সম্পর্কে আরেকটু বিস্তারিত আলোচনা করতে চাই (৯)

[২১২,২১৩] আল্লাহ (ﷻ) বলেন, (حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ) "তাবুতে বন্দিনী হুরেরা।" [৫৫/৭২] (১০)

[২১৪,২১৫] হুরদের গুনাবলী বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লাহ (ﷻ) বলেন, (قاصرات الطرف) "তারা সর্বদা চক্ষু অবনত রাখে" [২৬/৪৮] ৫২ নং লাইনে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

[২১৬,২১৭] রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, (يدخل اهل الجنة الجنة جردا مردا مكحلين) "জান্নাতীরা জান্নাতে প্রবেশ করবে লোমহীন ও দাড়িবিহীন অবস্থায়।" ( على كل زوجة سبعون حلة يبدو مخ ساقها من ورائها ) "প্রথম যে দল জান্নাতী হবে তাদের চেহারা হবে পুর্নিমার চাঁদের মত দ্বীতিয় দল হবে আকাশের সবচেয়ে উজ্জল নক্ষত্রের মত প্রতিটি পুরুষের সাথে থাকবে দুজন করে স্ত্রী প্রতিটি স্ত্রীর

গায়ে থাকবে ৭০ টি পোশাক সেই পোশাক ভেদ করেও তার পায়ের মজ্জা দৃশ্যমান হবে।" [তিরমিযী ]

[২১৮] হুরদের বর্ণনা প্রসঙ্গে ইবনে কায়্যেম বলেন, ( وتستحب الرقة منها في أربعة خصرها وفرقها وحاجبها وانفها) "মেয়েদের চারটি জিনিস চিকন হওয়া সৌন্দর্য্যের একটি অংশ তা হলো তার মাজা, চুলের সিতা, ভ্রু এবং নাক চিকন হওয়া। তিনি আরো বলেন, এবং তার নিম্নাংশ স্থুল হওয়া। হুরুদের সম্পর্কে বর্ণিত আছে ( خرجت عجيزتها من جانب الكرسي) "তারা যখন চেয়ারে বসে থাকবে তাদের নিম্নাংশ চেয়ারের পাশ দিয়ে বের হয়ে পড়বে।" অর্থাৎ তাদের নিম্নাংশ স্থুল হবে এবং সে তুলনায় মাজা চিকন হবে।

[২১৯] রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, ( ولنصيفها علي رأسها خير من الدنيا وما فيها) " তার মাথার উপর যে ওড়না থাকবে তা দুনিয়া ও তাতে যা কিছু আছে তা অপেক্ষা উত্তম। [বুখারী] যদি ওড়নার অবস্থা এই হয় তবে তার অন্যান্য বেশ ভূষা কেমন হতে পারে।

| | |
|---|---|
| ১৯৩ | সেই শূন্যতায় সৃষ্টি হয় নতুন কুড়ি |
| ১৯৪ | জীবনের অপেক্ষায় অগনিত ফুলপরী। |
| ১৯৫ | হে যুবক প্রাণ, |
| ১৯৬ | কান দিয়ে শোনো হুরদের কথা। |
| ১৯৭ | সেথা হও কুরবান। |
| ১৯৮ | চুল তার আধার কালো |
| ১৯৯ | হীরক আলো দাত। |
| ২০০ | প্রভাত রাঙা শুভ্র বদন |
| ২০১ | চিকন শাখার হাত। |
| ২০২ | ভুষনে বাসর বধু |
| ২০৩ | মধুমাখা রসন |
| ২০৪ | নয়নে প্রেমের তীর |
| ২০৫ | রমনে তৃপ্ত করে মন। |
| ২০৬ | অক্ষিযুগোল তার পাগল করা। |
| ২০৭ | উন্নিত বক্ষে সরস সুরা। |
| ২০৮ | ক্রজোড়া, তুলি দিয়ে আঁকা। |

[২২০] রসুলুল্লাহ্ (ﷺ) বলেন, (ورشحهم المسك) "তাদের ঘাম হবে মিস্ক। অর্থাৎ সুগন্ধি। [বুখারী ও মুসলিম]

[২২১,২২২,২২৩] ইবনে কায়্যেম (রঃ) তার কবিতায় বলেন,

وعليها احسن سرة هي مجمع الخصرين

তার কটিদেশ মাঝে আছে শুশোভিত নাভী

এর পর তিনি বলেন,

وإذا انحدرت رأيت أمرا هائلا

তার চেয়ে নিচে দেখবে অবাক বস্তু আছে।

পরবর্তীতে তিনি ঐ সকল বিষয়ের বর্ণনা দিয়েছেন যা পরবর্তী চরণগুলোতে আলোচনা করা হয়েছে।

[২২৪] আল্লাহ (ﷻ) বলেন, (ولهم فيها ازواج مطهرة) জান্নাতীদের জন্য থাকবে পবিত্র স্ত্রীগণ।" [২/২৫] এর ব্যাখ্যায় ইবনে জারীর তাবারী বলেন,

وأما قوله:"مطهَّرة" فإن تأويله أنهن طُهِّرن من كل أذًى وقَذًى وريبةٍ، مما يكون في نساء أهل الدنيا، من الحيض والنفاس والغائط والبول والمخاط والبُصاق والمنيّ، وما أشبه ذلك من الأذى والأدناس والريب والمكاره.

পবিত্রতার অর্থ হল সেসব স্ত্রীগন সমস্ত প্রকারের কষ্টদায়ক ও নোংরা বস্তু হতে পবিত্র। তারা কোন অপবাদে কলংকিত নই। এবং হায়েজ, নিফাস, প্রসাব পায়খানা, ধুধু কফ বীর্য ইত্যাদি যা কিছু নোংরা অপবিত্র ও অপছন্দনিয় দোষ ত্রুটি বা অভিযোগ দুনিয়ার মেয়েদের থাকে তারা তা থেকে পুরোপুরি মুক্ত। [তাফসীরে তাবারী]

রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, (لا يتغوطون ولا يبولون ولا يمتخطون ولا يبزقون) "জান্নাতবাসীরা পায়খানা প্রসাব করবেনা থুথু বা শ্লেষা নির্গত হবে না। [মুসলিম]

[২২৫] রসুলুল্লাহ (ﷺ) থেকে বর্ণিত ( ما من أحد يدخله الله الجنة إلا زوجه الله عز و جل ثنتين وسبعين زوجة ثنتين من الحور العين وسبعين من ميراثه من أهل النار . ما منهن واحدة إلا ولها قبل شهي . وله ذكر لا ينثني) "যাকেই আল্লাহ জান্নাতে প্রবেশ করাবেন তাকে তিনি ৭২ জন স্ত্রীর সহিত বিবাহ দেবেন দুজন হবে টানা টানা চোখ বিশিষ্ট হুর আর বাকীরা যারা জাহান্নামী হয়েছে তাদের জন্য বরাদ্দকৃত ছিল তারা জাহান্নামী হওয়ার কারনে জান্নাতীরা সেগুলোর উত্তরাধিকার হবে। সেসব নারীদের প্রত্যেকে মিলনের প্রতি ভীষণভাবে আকাঙ্খী হবে আর ছেলেটি কখনও নমনিয় হবে না। [ইবনে মাযাহ্] পূর্বে عرب শব্দের ব্যাখ্যায় অনুরুপ বিষয় উল্লেখিত হয়েছে। [২১০/২১১] নং লাইন ও ৯ নং টিকা দ্রষ্টব্যঃ

[২২৬] বর্ণিত আছে, ( فبينما هو عندها لا يملها ولا تمله ، ما يأتيها مرة إلا وجدها عذراء ، ما يفتر ذكره ، ولا يشتكي قبلها) "যখন একজন জান্নাতী তার স্ত্রীর সহিত মিলিত হবে তখন তাদের কেউ অন্যকে ক্লান্ত করবে না। যখনই সে স্ত্রীর নিকট গমণ করবে সে তাকে কুমারী অবস্থায় পাবে। ছেলেটি ক্লান্ত হবে না এবং মেয়েটি অসহনতার অভিযোগ করবে না। অন্য রেওয়ায়েতে এসেছে, ( وما منهن

واحدة إلا يعانقها مثل عمر الدنيا لا (يـــزاحم كـــل منهمـــا صـــاحبه

"প্রত্যেকটি স্ত্রীর সাথে দুনিয়ার জীবনের সমপরিমন সময় মিলিত হবে। তাদের কেউ অন্যকে সরিয়ে দেবে না। [সিফাতুল জান্নাহ্]

[২২৭,২২৮,২২৯,২৩০,২৩১,২৩২, ২৩৩] ইবন আল কায়্যিম বলেন ঃ

فيا عجبا من سفيه في صورة حليم ومعتوه في مسلاخ عاقل آثر الحظ الفاني الخسيس على الحظ الباقي النفيس وباع جنة عرضها السموات والأرض بسجن ضيق بين أرباب العاهات والبليات ومساكن طيبة في جنـات عـدن تجـري مـن تحتهـا الأنهـار بأعطـان ضـيقة آخرهـا الخـراب والبـوار وأبكـارا أعرابـا أترابـا كـأنهن اليـاقوت والمرجـان بقـذرات دنـسات سـيآت الأخـلاق مسالخات أو متخذات أخذان وحورا مقـصورات فـي الخيـام بخبيثـات مسيبات بين الأنام وأنهارا من خمر لذة للشاربين بشراب نجس مذهب للعقل مفسد للدنيا والدين

| | |
|---|---|
| ২০৯ | বাকা ঠোট যেনো দুফালি চাঁদ। |
| ২১০ | অগাধ প্রেমের সাদ লজ্জায় ঢাকা। |
| ২১১ | স্বামীকে দেখার পর ভেঙে দেয় বাঁধ। |
| ২১২ | রঙিন ললনা তারা জান্নাতী নারী |
| ২১৩ | সারি সারি তাবুতে বন্দিনী পরী। |
| ২১৪ | হরিনী চোখ তার চির অবনত |
| ২১৫ | স্বামীর সেবায় সদা নিবেদিত। |
| ২১৬ | লোমহীন ত্বকের স্বচ্ছতায় |
| ২১৭ | হাড়ের মজ্জা দেখা যায়। |
| ২১৮ | অতিশয় লাবন্যময় চিকন কটিদেশ |
| ২১৯ | পরনে রেশমের সুশোভিত বেশ। |
| ২২০ | শরীরের ঘ্রাণে মিসকের সুরোভী |
| ২২১ | উদরের শুভ্র ত্বকে কুঞ্চিত নাভি। |
| ২২২ | তার চেয়ে নিচে, |
| ২২৩ | অবাক তথ্য আছে। |
| ২২৪ | তাতে নেই হায়েজ নেফাস। |

কি আফসোস! সেই বোকার জন্য যে নিজেকে বুদ্ধিমান মনে করে এবং সেই বুদ্ধিপ্রতিবন্ধির জন্য যে জ্ঞানের খোলোস পরে থাকে এরা দুনিয়ার ধংসশীল ও নিকৃষ্ট বস্তুর বিনিময়ে জান্নাতের স্থায়ী ও মহামুল্যবান নেয়ামত বিক্রয় করে দেয়। আকাশ ও পৃথিবী সমান বিস্তৃত জান্নাতের বিনিময়ে বিপদসংকুল ও দুর্দষাময় জেলখানা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে। চিরস্থায়ী ও উত্তম বাসস্থান যার নিচ দিয়ে নদী প্রবাহিত তার পরিবর্তে সংকির্ন উটের আস্তাবলকে শ্রেয় জ্ঞান করে যার পরিনাম হল ধংস ও লয়। এবং কুমারী সমবয়স্কা প্রেমময়া যারা মনিমানিক্যতুল্য তাদের পরিবর্তে নোংরা অপবিত্র কুস্বভাবের অধিকারী ভীনপুরুষের সহিত গোপন প্রনয়কারীনীদের পিছু সময় ক্ষেপন করে। তাবুতে আবদ্ধ হুরদের

পরিবর্তে হাট বাজারে রাস্তা ঘাটে সদা সর্বদা বিচরনশীলাদের পছন্দ করে। সুস্বাদু পবিত্র পানীয়র নহরের পরিবর্তে নাপাক পানীয় গলধঃকরন করে। যা বুদ্ধিকে ধংস করে দ্বীন দুনিয়া বিনাশ করে। [হাদীল আরওয়াহ]

[২৩৪,২৩৫] ইবনে কায়্যিম বলেন,

إن كان قد أعياك خود مثل ما ... تبغي ولم تظفر إلى ذا الآن

فاخطب من الرحمن خودا ثم قد ... م مهرها ما دمت ذا إمكان

যদি তুমি মনমতো জীবনসঙ্গীনী খুজে না পাও

তবে আল্লাহর দরবরে এই সকল যুবতীদের বিবাহ করার প্রস্তাব পেশ কর এবং তাদের মোহরানা আদায় করো।

মোহরানা বলতে ভাল আমল বোঝানো হয়েছে। [১১]

[২৩৬,২৩৭] রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « إِنَّ فِى الْجَنَّةِ لَسُوقًا يَأْتُونَهَا كُلَّ جُمُعَةٍ فَتَهُبُّ رِيحُ الشَّمَالِ فَتَحْثُو فِى وُجُوهِهِمْ وَثِيَابِهِمْ فَيَزْدَادُونَ حُسْنًا وَجَمَالاً فَيَرْجِعُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ وَقَدِ ازْدَادُوا حُسْنًا وَجَمَالاً فَيَقُولُ لَهُمْ أَهْلُوهُمْ وَاللَّهِ لَقَدِ ازْدَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالاً. فَيَقُولُونَ وَأَنْتُمْ وَاللَّهِ لَقَدِ ازْدَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالاً

"আনাস ইবন মালিক থেকে বর্নিত আল্লাহর রসুল (সঃ) বলেন জান্নাতে একটি বাজার থাকবে সেখানে তারা প্রতি জুমআর দিন আসবে তারপর উত্তরের হাওয়া প্রবাহিত হয়ে তাদের চেহারা ও কাপড়ের উপর পড়বে তাতে তাদের সৌন্দর্য বেড়ে যাবে পরে যখন তারা তাদের স্ত্রীদের নিকট ফিরে যাবে তখন তাদের স্ত্রীরা বলবে আল্লাহর কসম আপনারা তো আমাদের নিকট হতে পৃথক হওয়ার পর পুর্বাপেক্ষা বেশি সুন্দর হয়ে গিয়েছেন। তারাও বলবে আল্লাহর কসম তোমরাও পুর্বাপেক্ষা বেশি সুন্দর হয়ে গিয়েছ।" [মুসলিম]

অন্য রেওয়ায়েতে এসেছে, ( فَتُوضَعُ لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ نُورٍ، وَمَنَابِرُ مِنْ لُؤْلُؤٍ، وَمَنَابِرُ مِنْ يَاقُوتٍ، وَمَنَابِرُ مِنْ زَبَرْجَدٍ، وَمَنَابِرُ مِنْ ذَهَبٍ، وَمَنَابِرُ مِنْ فِضَّةٍ، وَيَجْلِسُ أَدْنَاهُمْ، وَمَا فِيهِمْ دَنِيءٌ، عَلَى كُثْبَانِ الْمِسْكِ وَالْكَافُورِ، مَا يُرَوْنَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَرَاسِيِّ بِأَفْضَلَ مِنْهُمْ مَجْلِسًا) "জান্নাতের বাজারে তাদের জন্য ইয়াকুত, ঝাবারযাদ, ও সোনা-রোপার আসন রাখা হবে। তাদের মধ্যে সর্ব নিম্ন স্তরের জান্নাতী যদিও জান্নাতে নিম্ন বলে কিছু নেই মিসকে ও কাফুরের ঢিবির উপর বসবে। তাদের এমন মনে হবে না যে আসনে উপবিষ্টরা তাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। [ইবনে মাযা]

[২৩৮,২৩৯] আবু হুরায়রা (ﷺ) বলেন, জান্নাতের বাজারে হাজির হওয়অর পর আল্লাহ (ﷻ) বলবেন, চলো তোমাদের জন্য কি প্রস্তুত রেখেছি দেখো এবং তার মধ্যে যা খুশি গ্রহণ করো। ফলে আমরা এমন একটি বাজারে হাজির হবো ফেরেস্ত ারা যা ঘিরে রাখবে। সেখানে থাকবে এমন জিনিস যা কোনো চোখ কখনও দেখেছি কোনো কান কখনও শোনেনি, কোনো অন্তর কখনও কল্পনাও করেনি। তিনি বলেন ( فَيُحْمَلُ لَنَا مَا اشْتَهَيْنَا، لَيْسَ يُبَاعُ فِيهِ شَيْءٌ وَلَا يُشْتَرَى) ‘ আমরা যা কিছু কামণা করবো তা আমাদের নিকট বয়ে আনা হবে। সে বাজারে কেনো ক্রয়-বিক্রয় হবে না।[ইবনে মাযা]

[২৪০,২৪১,২৪২,২৪৩] আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত ( إن في الجنة لسوقا ما فيها شراء ولا بيع إلا الصور من الرجال والنساء، فإذا اشتهى الرجل صورة دخل فيها) “জান্নাতে একটি বাজার থাকবে যাতে কোনো কিছু বেচা-কেনা হবে না। সেখানে নারী ও পুরুষের ছবি থাকবে। কোনো ব্যক্তি সেগুলোর কোনো একটি পছন্দ করলে তার রুপ সেটির মতো হয়ে যাবে। [তিরমিযী]

| | |
|---|---|
| ২২৫ | আছে শুধু বাসনা বিলাস। |
| ২২৬ | দীর্ঘ রমনে হয়না ব্যাথুর |
| ২২৭ | মর্তের নারী এ থেকে সুদুর। |
| ২২৮ | রক্তে গন্ধে কলুশিত তার দেহ। |
| ২২৯ | শরীরে নির্গত হয় দুষিত পানি। |
| ২৩০ | চাহনীতে তার অন্যের মোহ। |
| ২৩১ | স্বামীকে শোনায় শুধু নিন্দার বানী। |
| ২৩২ | এখনি পরখ করো দুটি মন মাঝে |
| ২৩৩ | খুঁজে নাও বধু মধুমনি |
| ২৩৪ | রবের স্বরন করো সকাল-সাঝে |
| ২৩৫ | পেতে চাও যদি স্বর্গের রানী। |
| ২৩৬ | একটি মনরোম বাজারে, |
| ২৩৭ | হাজারে হাজারে যুবকের আগমন। |
| ২৩৮ | অগনন বিপনীতে ঘুরে-ফিরে, |
| ২৩৯ | বিনা দরে ক্রয় করে যা চায় মন। |
| ২৪০ | সেথা অঙ্কিত রবে বহু সুদৃশ্য ছবি। |

[২৪৪,২৪৫] রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ، غَشِيَتْهُمْ سَحَابَةٌ مِنْ فَوْقِهِمْ، فَأَمْطَرَتْ عَلَيْهِمْ طِيبًا لَمْ يَجِدُوا مِثْلَ رِيحِهِ شَيْئًا قَطُّ

তারা বাজারে থাকা অবস্থায় একটি মেঘ তাদের আচ্ছাদিত করবে। ফলে তাদের উপর সুগন্ধি বৃষ্টি হবে। তেমন সুগন্ধ তারা কখনও অনুভব করেনি। [ইবনে মাযা]

বর্ণিত আছে, ( عن كثير بن مرة الحضرمي ، قال : إن من المزيد أن تمر السحابة بأهل الجنة فتقول : ما تشاءون أن أمطركم؟ فلا يسألون شيئا إلا مطرتهم ، فقال كثير بن مرة : لئن أشهدنا الله ذلك المشهد لأقولن أمطرينا جواري مزينات ) ‘‘কাছির ইবন আল মুররাহ থেকে বর্নিত তিনি বলেন একটি অতিরিক্ত বিষয় এই যে এক খন্ড মেঘ জান্নাত বাসীদের উপর দিয়ে প্রবাহিত হবে মেঘটি বলবে আমি কি বর্ষন করব ? তারা যা চাইবে মেঘটি তাই বর্ষন করবে। কাছির বলতেন আমি যদি এমন সুযোগ পাই তো আমি বলব আমাদের উপর সুন্দর সাজে সজ্জিতা কম বয়স্কা বালিকা বর্ষন কর। [সিফাতুল জান্নাহ ইবন আবিদদুনইয়া, সিফাতুল জান্নাহ আবু নাঈম আল ইসপাহানী]

إن السرب من أهل الجنة لتظلهم السحابة، قال: فتقول: ما أُمْطِرُكُمْ؟ قال: فما يدعو داع من القوم بشيء إلا أمطرتهم، حتى إن القائل منهم ليقول: أمطرينا كواعب أترابا.

একদল জান্নাতবাসীর উপর একটি মেঘ ছেয়ে থাকবে। মেঘটি বলবে আমি তোমাদের উপর কি বর্ষন করব ? তারা যা চাইবে মেঘটি তাই বর্ষন করবে এমনকি একজন ব্যাক্তি বলে বসবে আমাদের উপর স্ফীত স্তন সম্পন্না যুবতী বর্ষন কর। [তাফসীরে তাবারী]

[২৪৬,২৪৭] রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, ( إن في الجنة لسوقا، يأتونها كل جمعة، فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم، فيزدادون حسنا وجمالا ) ‘‘জান্নাতে একটি বাজার আছে তারা সেখানে প্রতি জুময়ার দিন হাজির হয়। হঠাৎ উত্তরা হাওয়া প্রবাহিত হয়ে তাদের চেহারার ও পোশাকের উপর মিসক ছড়িয়ে দেবে ফলে তাদের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাবে।

[২৪৮] আল্লাহ (ﷻ) বলেন, (وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (٢٢) إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ) ‘‘সেদিন কিছু চেহারা হবে উজ্জল তারা তাদের রবের দিকে চেয়ে থাকবে’’ [গাশিয়া/২২,২৩] রসুলুল্লাহ (ﷺ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, ‘‘ وَلَا يَبْقَى فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ أَحَدٌ إِلَّا حَاضَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مُحَاضَرَةً، حَتَّى إِنَّهُ يَقُولُ لِلرَّجُلِ مِنْكُمْ: أَلَا تَذْكُرُ يَا فُلَانُ يَوْمَ عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا؟ يُذَكِّرُهُ بَعْضَ غَدَرَاتِهِ فِي الدُّنْيَا، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ أَفَلَمْ تَغْفِرْ لِي؟ فَيَقُولُ: بَلَى، فَبِسَعَةِ مَغْفِرَتِي بَلَغْتَ مَنْزِلَتَكَ هَذِهِ) ঐল বাজারে উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে প্রত্যেকের সাথে আল্লাহ (ﷻ) একাকী কথা বলবেন। তাকে তার কিছু পাপ স্মরন করিয়ে দিয়ে বলবেন তুমি কি এই এই কাজ করোনি? সে বলবে হে আমার রব আপনি কি আমাকে ক্ষমা করে দেন নি? তিনি বলবেন, হ্যা। আমার দয়ার কারণেই তুমি এই স্থানে আসতে পোরেছো। [ইবনে মাযা]

সাহাবায়ে কিরাম প্রশ্ন করলেন আমরা কি আমাদের রবকে দেখতে পাবো? রসুলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, (فإنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته) ‘‘যেভাবে তোমরা পূর্ণিমার রাতে (মেঘমুক্ত আকাশে) যেভাবে চাঁদ দেখে থাকো সেভাবে তোমাদের মহান প্রভুকে দেখতে পাবে কোনো ঠেলা ঠেলি করার প্রয়োজন হবে না। [তিরমিযী]

[২৪৯,২৫০] রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, ( فَيُرْفَعُ الحِجَابُ فَيَنْظُرُونَ إِلَى وَجْهِ اللَّهِ فَمَا أُعْطُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَى رَبِّهِمْ) "পর্দা তুলে ফেলা হবে ফলে তারা আল্লাহ (ﷻ) এর দিকে দৃষ্টি দেবে। আল্লাহ (ﷻ) এর সাক্ষাৎ পাওয়ার চেয়ে কোনো কিছুই তাদের নিকট বেশি প্রিয় হবে না। [মিশকাত]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, ( فإذا رآه أهل الجنة نسوا نعيم الجنة) "যখন তারা আল্লাহ (ﷻ) কে দেখবে জান্নাতের অন্য সকল নেয়ামতে ভুলে যাবে।" [হাদীল আরওয়াহ্]

[২৫১] বর্ণিত আছে, ( ان أهل الجنة يدخلون كل يوم مرتين على الجبار جل جلاله فيقرا عليهم القران) "জান্নাতীরা প্রতিদিন দুইবার আল্লাহ (ﷻ) এর সাক্ষাত লাভ করবে। তিনি তাদের কুরআন তিলওয়াত করে শোনাবেন।" [হাদীল আরওয়াহ্, জামউল জাওয়ামি' মিরকাতুল মাফাতীহ্]

| | |
|---|---|
| ২৪১ | মায়াবী রূপের সব মানব-মানবী। |
| ২৪২ | ইচ্ছা মতো সেই ছবির সাজে |
| ২৪৩ | নিজেকে সাজিয়ে নেবে সকাল-সাঝে। |
| ২৪৪ | আকাশে ভুরা মেঘের ছায়ায় |
| ২৪৫ | বর্ষিত হবে মন যা চায়। |
| ২৪৬ | পূবালী হাওয়ার শীতল পরশে, |
| ২৪৭ | মন হারাবে পরম হরষে। |
| ২৪৮ | সবি শেষে, মেঘ মুক্ত আকাশে |
| ২৪৯ | আরশ-অধিপতি, আল্লাহর সাক্ষাত। |
| ২৫০ | হঠাৎ হারাবে সবে নূরের আবেশে |
| ২৫১ | স্বকণ্ঠে শোনাবেন, কোরানের আয়াত। |
| ২৫২ | এ জান্নাত, বাতাসে দোলা ফুল। |
| ২৫৩ | শীতল পানির অকূল প্রবহ। |
| ২৫৪ | স্থায়ী আবাসে চিরযুবা তরুণীকুল। |
| ২৫৫ | এসব পেতে ব্যাকুল হবে কি কেহ? |

(mgvß)

[২৫২,২৫৩,২৫৪,২৫৫] রসুলুল্লাহ (ﷺ) থেকে বর্ণিত তিনি জান্নাত প্রসঙ্গে কথা বলতে যেয়ে বলেন,

أَلَا مُشَمِّرٌ لِلْجَنَّةِ؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ لَا خَطَرَ لَهَا، هِيَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ نُورٌ يَتَلَأْلَأُ، وَرَيْحَانَةٌ تَهْتَزُّ، وَقَصْرٌ مَشِيدٌ، وَنَهَرٌ مُطَّرِدٌ، وَفَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ نَضِيجَةٌ، وَزَوْجَةٌ حَسْنَاءُ جَمِيلَةٌ، وَحُلَلٌ كَثِيرَةٌ فِي مَقَامٍ أَبَدًا، فِي حَبْرَةٍ وَنَضْرَةٍ، فِي دَارٍ عَالِيَةٍ سَلِيمَةٍ بَهِيَّةٍ» قَالُوا: نَحْنُ الْمُشَمِّرُونَ لَهَا، يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «قُولُوا إِنْ شَاءَ اللَّهُ

জান্নাতের জন্য প্রানান্তকর চেষ্টা প্রচেষ্টা করার মতো কেউ আছে কি? কেননা জান্নাত তো অকল্পনীয়

জিনিস। কা'বার বরের কসম। তা হলো বাতাসে দোলা ফুল, পোক্তভাবে নির্মিত প্রাসাদ, প্রাবহিত নদী, পাকা ফলের সমাহার। স্থায়ী আবাসে সুন্দরী স্ত্রী। জাকজমকপূর্ণ ও নিরাপদ স্থানে আনন্দ-বিনোদন। সাহাবায়ে কিরাম বললেন, আমরা তার জন্য চেষ্টা প্রচেষ্টা করতে প্রস্তুত আছি হে আল্লাহর রসুল। রসুলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, বলো ইনশা-আল্লাহ।

---

(১) এখান থেকে ৩১ নং লাইন পর্যন্ত আলী (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত একটি লম্বা হাদীস হতে গৃহিত। তিনি রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর নিকট প্রশ্ন করেছিলেন আল্লাহ (سبحانه وتعالى) যে বলেছেন ( يوم نحشر المتقين إلي الرحمن وفدا) "সেদিন আমি মুত্তাকীদের মেহমান রুপে উথিত করবো" তিনি বলেছিলেন হে আল্লাহর রসুল বাহন ছাড়া কি মেহমান হয়? রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর জবাবে বলেন, যার হাতে আমার প্রান তার শপথ যখনই তারা তাদের কবর হতে বের হবে তখনই তাদের সাদা উঠের পিঠে তোলা হবে ঐ সমস্ত উঠের পাখা থাকবে এবং তার পিঠের উপর আসনটি হবে সোনার তৈরী তাদের জুতার ফিতা হবে নুর এবং তা চকচক করবে প্রতি পদক্ষেপে তারা দৃষ্টির স্বীমা পর্যন্ত ভ্রমন করবে যখন তারা জান্নাতে নিকটবর্তী হবে দেখতে পাবে জান্নাতের দরজার বালা সমুহ লাল ইয়াকুত পাথরের তৈরী এবং তার নিচের পাতটি সোনার। জান্নাতর দরজার নিকটেই তারা একটি গাছ দেখতে পাবে যার গোড়া হতে দুটি ঝরনা প্রবাহিত হবে। ঐ দুটি ঝরনার একটি হতে তারা যখন পান করবে তাদের চেহারাতে খুশির চিহ্ন ফুটে উঠবে আর অন্যটিতে ওযু করার পর তাদের চুল আর কখনও এলোমেলো হবে না। তারপর তারা জান্নাতের দরজায় অবস্থিত ইয়াকুতের বালা দ্বারা সোনার পাতে আঘাত করলে সেই আওয়াজ শুনে প্রতিটি হুর বুঝে যাবে যে, তাদের স্বামী আগমন করেছে। তারা খুবই তাড়াহুড়া শুরু করে দেবে এবং খাদেমকে পাঠাবে খোজ নেওয়ার জন্য। খাদেম দরজা খুলে দেবে। যদি আল্লাহ পুর্ব হতেই তার অন্তরে খাদেম চিনিয়ে না দিতেন তবে সে খাদেমকে দেখামাত্র সাজদা করে বসত। তার মুখে যে নুর ও উজ্জলতা দেখতে পাবে সে কারনে। খাদেম বলবে আমি আপনার খাদেম ফলে সে তাকে অনুসরন করে তার স্ত্রীর নিকট গমন করবে। তার স্ত্রী চঞ্চল হয়ে উঠবে এবং তাবু হতে বের হয়ে তাকে আলিঙ্গন করবে এবং বলতে থাকবে আপনি আমার ভালবাসা আর আমি আপনার ভালবাসা আমি চিরসন্তুষ্ট কখনও রাগান্বিত হব না, আমি প্রফুল্ল কখনও বিষন্ন হব না, আমি চিরকাল অবস্থান করব কখনও বিদায় নেব না। [ইবন আবিদদুনইয়া ফি সিফাতিল জান্নাহ, আততারগীব ওয়াততারহীব, ইবন আল কয়্যিম হাদিল আরওয়াহ] এই হাদীসের সাথে আরো কিছু হাদীসের মূল ভাব সমন্বয় করে উক্ত ৩১ টি চরণ রচনা করা হয়েছে। যেগুলো প্রতিটি চরণের পাশে প্রয়োজনমত উল্লেখ করা হয়েছে।

(২) রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, ( أنهار من ماء غير آسن صاف ليس فيه كدر وأنهار من عسل مصفى لم يخرج من بطون النحل وأنهار من خمر لذة للشاربين لم تعصره الرجال بإقدامها وأنهار من لبن

(لم يتغير طعمه لم يخرج من بطون الماشية) "সেখানে থাকবে স্বচ্ছ পানির নদী যাতে কোনো ঘোলাটে ভাব নেই। আরো থাকবে মধুর নদী যা মৌমাছির পেট হতে নির্গত হয়নি। মদের নদী যা মানুষ হাত-পা দিয়ে নিংড়িয়ে বের করেনি এবং অপরিবর্তনীয় স্বাদ বিশিষ্ট দুধের নদী যা কোনো পশুর পেট হতে নির্গত হয়নি। [হাদীল আরওয়াহ্]

(৩) একজন কালো ব্যক্তি রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর নিকট এসে বলল,

يا رسول الله إني رجل أسود منتن الريح قبيح الوجه لا مال لي فإن أنا قاتلت هؤلاء حتى أقتل فأين أنا ؟ قال : في الجنة فقاتل حتى قتل

হে আল্লাহর রসুল (ﷺ) আমি একজন কালো ব্যক্তি আমার কোনো সম্পদ নেই। আমি যদি এই সকল কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করে নিহত হয় তবে আমার স্থান কোথায় হবে? রসুলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, জান্নাতে। ফলে সেই ব্যক্তি যুদ্ধ করে শহীদ হয়ে গেল।

রসুলুল্লাহ (ﷺ) তার উদ্দেশ্যে বলেছিলেন,

لقد رأيت زوجته من الحور العين نازعته جبة له من صوف تدخل بينه و بين جبته

আমি দেখলাম হরিণ নয়না হুরদের মধ্যে তার একজন স্ত্রী তার গায়ের জুব্বা টেনে ধরে তার মধ্যে প্রবেশ করছে। [মুস্তাদরাকে হাকিম]

قال سمعت بن المبارك عن سفيان بن عيينة عن بن أبي نجيح عن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي قال : إذا التقى الصفان أهبط الله الحور العين إلى السماء الدنيا فإذا رأين الرجل يرضين مقدمه قلن اللهم ثبته فإن نكص احتجبن منه وإن هو قتل نزلتا إليه فمسحتا عن وجهه التراب وقالتا اللهم عفر من عفره وترب من تربه

সুফইয়ান ইবন উয়াইনা উবাইদ ইবন উমাইর আললাইসী থেকে বর্ননা করেন যখন কাফির এবং মুসলিমরা মুখোমুখি হয় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা হুরদের প্রথম আসমানে নামিয়ে দেন যখন তারা দেখে তাদের স্বামী সামনে অগ্রস্বর হচ্ছে তারা বলে হে আল্লাহ তাকে দৃঢ় রাখ আর যদি সে পালিয়ে যায় তবে তারা পর্দার অভ্যন্তরে চলে যায় আর যদি সে নিহত হয় তবে তারা নিচে নেমে আসে এবং তার চেহারা হতে ধুলাবালি ঝেড়ে ফেলে এবং বলে হে আল্লাহ যে তাকে ধুলামলিন করেছে তুমিও তাকে ধুলামলিন কর হে আল্লাহ যে তাকে ধুলামলিন করেছে তুমিও তাকে ধুলামলিন কর। [আব্দুল্লাহ ইবন আলমুবারক কিতাবুল জিহাদে, হাকেম তার মুসতাদরাকে]

মুস্তাদরাকে হাকেমের রেওয়ায়েতে এসেছে

فتمسحان الغبار عن وجهه فيقول لهما أنا لكما و تقولان : إنا لك و يكسى مائة حلة لو حلقت بين

إصبعي هاتين ـ يعني السبابة و الوسطى ـ لوسعتاه ليس من نسج بني آدم و لكن من ثياب الجنة

তারা যখন তার মুখ হতে ধুলি ঝেড়ে ফেলবে তখন সে বলবে আমি তোমাদের আর তারা বলবে আমরা তোমার। তারপর তাকে ১০০ টি পোশাক পরান হয়। যদি সবগুলোকে একত্রে ভাজ করা হয় তবে দুআঙ্গুলের মধ্যবর্তী স্থানই সেগুলোকে ধারন করতে পারবে। সে পোশাক কোন মানুষের তৈরী নই বরং তা জান্নাতী পোশাক।

(৪) রসুলূল্লাহ (ﷺ) বলেন, (من يدخل الجنة ينعم لا يبأس) " যে জান্নাতে প্রবেশ করবে সে সুখী হবে কখনও দুঃখ পাবে না। [মুসলিম] সেখানে ফেরেস্তারা বারবার ঘোষণা দেবে, ( ينادي مناد: إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا) " তোমরা এখানে সুস্থ থাকবে কখনও অসুস্থ হবে না। তোমরা এখানে বেচে থাকবে কখনও মৃত্যুবরণ করবে না। তোমরা এখানে যুবক থাকবে কখনও বৃদ্ধ হবে না। তোমরা এখানে সুখী থাকবে কখনও দুঃখ পাবে না। [সহীহ মুসলিম]

অন্য হাদীসে এসেছে, ( ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا، من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة، فيقال له: يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا، والله يا رب ما مر بي بؤس قط، ولا رأيت شدة قط) "দুনিয়াতে সর্বাপেক্ষা বেশি কষ্ট ভোগ করেছে এমন একজন ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হবে। তাকে জান্নাতের মধ্যে একটি চুবানি দিয়ে প্রশ্ন করা হবে হে আদম সন্তান তুমি কি কখনও দুঃখ পেয়েছো? তুমি কি কখনও কষ্ট অনুভব করেছো? সে বলবে, না। আল্লাহর কসম আমি কখনও কোনো দুঃখ কষ্ট অনুভব করিনি। [মুসলিম]

আল্লাহ (ﷻ) বলেন, (لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ) "কোনো অমঙ্গল তাদের স্পর্ষ করবে না এবং তারা কখনও চিন্তিতও হবে না। [যুমার/৬১] তিনি আরো বলেন, ( لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ) "কোনো ক্লান্তি তাদের স্পর্ষ করবে না। আর তাদের সেখান থেকে বের করেও দেওয়া হবে না। [হিজর/৪৮]

জান্নাতীরা বলবে, ( الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ (٣٤) الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ) "সেই আল্লাহর সমস্ত প্রশংসা যিনি আমাদের দুঃচিন্তা দূর করেছেন। নিশ্চয় আমাদের রব ক্ষমাশীল ও সৎকর্মের প্রতিদান প্রদান কারী। যিনি আমাদের নিজ অনুগ্রহে এই স্থায়ী আবাসে আবাসন করেছেন এখানে আমাদের আমাদের কোনোরুপ ক্লান্তি-শ্রান্তি স্পর্ষ করে না। [ফাতির/৩৪/৩৫]

(৫) রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, ( إذا صار أهل الجنة إلى الجنة، وأهل النار إلى النار، جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار، ثم يذبح، ثم ينادي مناد: يا أهل الجنة لا موت، ويا أهل النار لا موت،

(فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم) " জান্নাতীরা জান্নাতে এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামে প্রবেশের পর মৃত্যুকে (ভেড়ার আকৃতিতে) হাজির করা হবে। এরপর তাকে যবেহ করা হবে। একজন ঘোষক ঘোষণা করবে হে জান্নাতবাসী মৃত্যু নেই হে জাহান্নামীরা মৃত্যু নেই। ফলে জান্নাতীরা আরো বেশি খুশি হয়ে যাবে আর জাহান্নামীরা আরো বেশি কষ্টে নিপতিত হবে। [বুখারী মুসলিম] অন্য রেওয়ায়েতে এসেছে। ( فلو أن أحدا مات فرحا لمات أهل الجنة، ولو أن أحدا مات حزنا لمات أهل النار) "এই ঘটনার পর জান্নাতীরা এতো বেশি খুশি হবে যে, যদি কেউ (আখিরাতের জীবনে) খুশির কারণে মারা যেতো তবে তারা মারা যেতো। একইভাবে জাহান্নামীরা এই ঘটনায় এত বেশি দুঃখ পাবে যে, যদি কেউ সেখানে দুঃখের কারণে মারা যেতো তবে তারা মারা যেতো।" [তিরমিযী]

আল্লাহ (ﷻ) বলেন, (لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ) "তারা সেখানে প্রথম মৃত্যুর পর আর মৃত্যুবরণ করবে না।"

চিন্তা করার বিষয় হলো দুনিয়ার এই অস্থায়ী ভোগ-বিলাশ যার ব্যাপারে ঘোষণা করা হয়েছে যে, তা শেষ হয়ে যাবে অথবা তাকে ছেড়ে চলে যেতে হবে। যদি এই ভোগ-বিলাশ মানুষের নিকট এত বেশি আনন্দ উপভোগের বিষয় বলে মনে হয় তবে জান্নাতের ভোগ-উপভোগের ব্যাপারটি কেমন হবে যার সম্পর্কে বারবার বলা হয়েছে যে, (ما له من نفاد) তা কখনও শেষ হবে না" [সাদ/৫৪] এবং মৃত্যুর হাতছানিতে এই উপভোগ ছেড়ে চলেও যেতে হবে না! এই উপভোগ কেমন হতে পারে! একারণেই জান্নাতবাসীরা জান্নাতে প্রবেশের পর আনন্দের অতিশয্যে বলে উঠবে, ( أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ (٥٨) إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ (٥٩) إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (٦٠) لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ) "আমরা কি আর মৃত্যুবরণ করবো না? প্রথম মৃত্যু ছাড়া। আমাদের কোনো শাস্তিও দেওয়া হবে না! এটা তো বিশাল বিজয়! যে কিছু করতে চাই তার উচিত এমন কিছুর জন্যই চেষ্টা করে যাওয়া। [সফ্ফাত/৫৮-৬১]

(৬) এখান থেকে ৭২ নং লাইন পর্যন্ত একই বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট কয়েকটি হাদীসের সমন্বয়ে রচিত। আমরা এখানে সেগুলো উল্লেখ করব।

কুরাইশ গোত্রের কেউ একজন ইবনে শিহাব (রঃ) কে প্রশ্ন করল ( هل في الجنة من سماع فإنه حبب إلي السماع) "জান্নাতে কোনো গান হবে কি? আমার নিকট তো গান খুবই প্রিয়।" তিনি বললেন, ( إي والذي نفس ابن شهاب بيده إن في الجنة لشجرا حمله اللؤلؤ والزبرجد تحته جوار ناهدات يتغنين بالوان يقلن : نحن الناعمات فلا نبأس ، ونحن الخالدات فلا نموت ، فإذا سمع ذلك الشجر صفق بعضه بعضا ، فأجبن الجواري ، فلا يدرى أصوات الجواري أحسن أم أصوات الشجر)

“হ্যা। তার কসম যার হাতে ইবনে শিহাবের প্রাণ জান্নাতে এমন একটি গাছ আছে যার ফলসমূহ রত্নের তার নিচে উত্তোলিত বক্ষ বিশিষ্ট বালিকারা বিভিন্ন সুরে গান করে। তারা বলে, আমরা সুখী কখনও দুখী হবো না। আমরা এখানে স্থায়ী কখনও মৃত্যুবরণ করব না .... যখন ঐ গাছ এই গান শোনে তার একটি অংশ আরেকটির সাথে বাড়ি খাওয়া শুরু করে। এবং বালিকাদের কণ্ঠে কণ্ঠ মেলায়। এটা বোঝা যাবে না যে, কার কণ্ঠ বেশি মধুর। গাছের কণ্ঠ নাকি বালিকাদের কণ্ঠ। [হাদীল আরওয়া/সিফাতুল জান্নাহ্]

হুরদের গান গাওয়া সম্পর্কে আরেকটি বর্ণনাতে এসেছে, ( في صدر إحداهن مكتوب : أنت حبي وأنا حبك انتهت نفسي عندك ، فلا ترى عيناي مثلك) “তাদের মধ্যে একজনের বুকে লিখা থাকবে তুমি আমার ভালবাসা আমি তোমার ভালবাসা। তোমার নিকট প্রাণ সপে দিয়েছি। আমার দুটি চোখ তোমার মতো কিছু কখনও দেখেনি। [হাদীল আরওয়া/সিফাতুল জান্নাহ্]

এছাড়া অন্যান্য বর্ণনাগুলো আমরা প্রতিটি লাইনের পাশ উল্লেখ করব ইনশাআল্লাহ।

(৭) এখান থেকে ১৩২ নং লাইন পর্যন্ত মূলত একটি রর্ণনার উপর নির্ভর করে রচিত হয়েছে।

আল্লাহর রসুল (সঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, জান্নাতের নিয়ামত সমুহের মধ্যে এও যে, তারা বাহনের উপর সওয়ার হয়ে ভ্রমনে বের হবে। জুমআর দিনে জিন ও লাগাম পরিহিত প্রস্তুত ঘোড়া নিয়ে আসা হবে সে ঘোড়া প্রসাব বা পায়খান করবে না। তারা তাতে সওয়ার হয়ে আল্লাহ যতদুর চান (বহুদুর) ভ্রমন করবে তখন একখন্ড মেঘ আসবে সেই মেঘের ভিতর এমন কিছু থাকবে যা কোন চোখ কখনও দেখেনি এবং কোন কান কখনও শোনেনি তারা বলবে (আমাদের উপর অমুক জিনিসের) বৃষ্টি বর্ষন কর ফলে (তারা যা কামনা করবে তা) বর্ষিত হতে থাকবে এমনকি তাদের ইচ্ছার চেয়েও অধিক হয়ে যাবে। এরপর আল্লাহ আরামদায়ক বায়ু প্রেরন করবেন যা তাদের ডানে বামে ও তাদের ঘোড়ার সামনের লোমে এবং তাদের চুলে মিসক ছড়িয়ে দেবে। প্রতিটি ব্যাক্তির তার নিজের ইচ্ছানুযায়ী লম্বা চুল থাকবে। মিসক সেই চুল, পোশাক এবং অন্যান্য স্থানে লাগবে। তারা চলতেই থাকবে এমনটি আল্লাহ যতদুর চান (বহুদুর) পৌছে যাবে তখন (কোন একজন পুরুষের উদ্দেশ্যে) একজন মেয়ের ডাক শোনা যাবে। সে বলবে ওহে আল্লাহর বান্দা আমার কাছে কি তোমার কোন দরকার নাই ? ছেলেটি বলবে তুমি কি ? তুমি কে? মেয়েটি বলবে আমি তোমার স্ত্রী, আমি তোমার ভালবাসা। সে বলবে আমি তো তোমার স্থান সম্পর্ক বেখবর ছিলাম। মেয়েটি বলবে তুমি কি শোননি যে আল্লাহ বলেছেন নেককারদের আমি জন্য চোখ জুড়ানো কি লুকিয়ে রেখেছি তা কেউ জানে না। ছেলেটি বলবে হ্যা নিশ্চয়। (আল্লাহর রসুল (সঃ) বলেন) এমন হতেই পারে যে, এই সাক্ষাতের পর ছেলেটির সাথে মেয়েটির ৪০ বছর আর দেখা হবে না। বিভিন্ন ভোগ এবং আনন্দ ছেলেটিকে মেয়েটি হতে ব্যাস্ত রাখবে। [সিফাতুল জান্নাহ ইবন আবিদ্দুনইয়া]

(৮) জান্নাতে হুরদের সাথে তাদের স্বামীদের সহবাসের ব্যাপারে বেশ কিছু বর্ণনা আছে যা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজনীয় মনে করি।

عن أبي مجلز ، قال : قلت لابن عباس ، قول الله عز وجل إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون (١) ما شغلهم ؟ قال : افتضاض الأبكار

আবু মুজলিয বলেন আমি ইবনে আব্বাস (রাঃ) কে আল্লাহর বানী (জান্নাতবাসীরা বিনদনে ব্যাস্ত থাকবে) সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন তারা কুরীদের কুমারীত্ব ভঙ্গে ব্যাস্ত থাকবে (অর্থাৎ একের পর এক বহু সংক্ষক কুমারী মেয়ের সাথে মিলিত হতে থাকবে আল্লাহ ব্যাস্ততা বলতে এটাকেই বুঝিয়েছেন)

(তাফসীরে ইবন কাসীর , আততাবারী)

عن ابن عباس ، قال : قيل : يا رسول الله أنفضي إلى نسائنا في الجنة كما نفضي إليهن في الدنيا ؟ قال : « والذي نفس محمد بيده إن الرجل ليفضي في الغداة الواحدة إلى مائة عذراء »

ইবন আব্বাস থেকে বর্নিত আল্লাহর রসুল (সঃ) কে প্রশ্ন করা হয়েছিল হে আল্লাহর রসুল (সঃ) জান্নাতে আমরা কি আমাদের স্ত্রীদের সহিত মিলিত হব যেভাবে আমরা তাদের সহিত দুনিয়াতে মিলিত হই তিনি বলেলেন হ্যা মুহাম্মাদের প্রান যার হাতে তার শপথ একজন পুরুষ এক সকালেই ১০০ কুমারীর সহিত মিলিত হবে। (আল জামে/দুররে মানছুর)

অন্য একটি সহীহ হাদীসে অনুরুপ বর্ননা এসেছে।

إن الرجل ليصل في اليوم إلى مائة عذراء . يعني : في الجنة

নিশ্চয় জান্নাতের একজন পুরুষ একদিনে একশত কুমারী মেয়ের সহিত মিলিত হবে। [আলবানী তার সিলসিলাতুস সহীহাতে হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন]

এই হাদীসটি পুর্বেরটিকে সত্যায়ন করে।

عن أبي سعيد ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ، أهل الجنة إذا جامعوا نساءهم عادوا أبكارا

আবু সাঈদ আলখুদরী (রাঃ) থেকে বর্নিত আল্লাহর রসুল (সঃ) বলেন জান্নাত বাসীরা যখনই তাদের স্ত্রীদের সহিত মিলিত হবে তখনই সেসব স্ত্রীরা আবার কুমারী হয়ে যাবে। (তিবরানী, হাদীল আরওয়াহ)

عن أبي هريرة : عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قيل له : أنطأ في الجنة ؟ قال : ( نعم

والذي نفسي بيده دحما دحما فإذا قام عنها رجعت مطهرة بكرا

হযরত আবু হুরাইরা হতে বর্নিত আল্লাহর রসুল (সঃ) কে প্রশ্ন করা হল আমরা কি জান্নাতে আমাদের স্ত্রীদের সহিত মিলিত হব? তিনি বললেন হ্যা যার হাতে আমার প্রান তার শপথ এবং সে সময় তোমরা তাদের খুবই শক্ত ভাবে আলিঙ্গন করবে আর যখনই তাদের রেখে উঠে দাড়াবে তারা পুনরায় পবিত্র হয়ে যাবে, কুমারী হয়ে যাবে। [সহীহ ইবন হিব্বান, সিলসিলাতুল আহাদীস আসসাহীহাহ হাঃ ৩৩৫১ আলবানী সহীহ বলেছেন]

عن أبي أمامة ، قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : هل يتناكح أهل الجنة ؟ قال : إي والذي بعثني بالحق ، دحاما دحاما ، وأشار بيده ، ولكن لا مني ولا منية

আবু উমামা (রাঃ) হতে বর্নিত রসুলুল্লাহ (সঃ) বলেন জান্নাতবাসীরা কি জান্নাতে স্ত্রীর সহিত মিলিত হবে? তিনি বললেন হ্যা। যার হাতে আমার প্রান তার শপথ তারা তখন মেয়েগুলোকে ভীষন ভাবে চেপে ধরবে রসুলুল্লাহ (সঃ) হাত দিয়ে ইশারা করে দেখালেন তিনি (সঃ) আরও বললেন কিন্তু সেখানে মানী (বীর্য) নির্গত হবে না মুত্যুও নেই। [আবু নাঈম আল ইসপাহানীর সিফাতুল জান্নাহ]

(৯) তাফসীরে জালালাইনে বলা হয়েছে (وهي المتحببة إلى زوجها عشقا له) উরুবান হল সেই সব মেয়েরা যারা স্বামীদের প্রেমে পাগল। আততাবারী কাছাকাছি অর্থের কয়েকটি মত উল্লেখ করেছেন

ক . (عن ابن عباس، قوله:( عُرُبًا ) يقول: عواشق.) ইবন আব্বাস বলেন উরুবান (عربا) অর্থ (عواشق) শব্দটি ইশক (عشق) থেকে এসেছে অর্থাৎ তারা স্বামীর প্রতি তীব্রভাবে আকৃষ্ট

খ . ইবন আব্বাস থেকেই বর্নিত আছে (العرب المتحببات المتودّدات إلى أزواجهنّ.) তারা হল ঐ সব মেয়েরা যারা স্বমীর প্রতি তীব্র ভালবাসা রাখে।

গ . ইকরামাহ থেকে বর্নিত তিনি বলেন (هي المغنوجة.) এরা হল ঐসব মেয়েরা যারা বিভিন্ন আকর্ষনীয় অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে স্বামীকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করে।

ঘ . সাইদ ইবন জুবাইর বলেন (العرب اللاتي يشتهين أزواجهنّ) ( (عرب) হল ঐ সব মেয়েরা যারা তাদের স্বামীদের প্রতি কামনা রাখে।

ঙ . আবু উবাইদ বলেন (العَربة: التي تشتهي زوجها؛ ألا ترى أن الرجل يقول للناقة: إنها لعَربة؟) আরিবা বলা হয় ঐ সব মেয়েদের যারা স্বামীদের কামনা করে তুমি কি দেখনা উষ্ট্রীকে (একটি বিশেষ সময়) এই নামে অভিহিত করা হয় !

আবুউবাইদের মতটি ইবনে হাযার ফতহুলবারীতে এবং বদরুদ্দীন আলআয়নী উমদাতুলকারীতে উল্লেখ করেছেন।

তাফসীরে আলুসীতে আছে মুজাহীদ এর ব্যাখ্যায় বলেছেন

أنهن الغلمات اللاتي يشتهين أزواجهن

ওসব মেয়েরা স্বামীদের কামনা করে এবং তাদের ভিতর সে বিষয়ক প্রবল উত্তেজনা রয়েছে।

ইসহাক ইবন আব্দুল্লাহ আননাওয়ফেলী বলেন

العروب الخفرة المتبذلة لزوجها ، وأنشد

আরুব হল ঐসব মেয়েরা যারা এমনিতে ভীষণ লাজুক কিন্তু স্বামীর সহিত মিলিত হওয়ার সময় সব লজ্জা খুইয়ে বসে। তারপর তিনি কোন একজন কবির লেখা একটি কবিতা পড়লেন,

( يعرين عند بعولهن ) إذا خلوا ... وإذا ( هم خرجوا فهن خفار )

নির্জনে স্বামীর সহিত সহ অবস্থানে তারা পোশাক খুলতেও দ্বিধা করেনা কিন্তু যখনই তাদের স্বামী বের হয়ে যায় তারা ভীষন লজ্জাশীলতার পরিচয় দেয়।

ইবন আল কায়্যিম বলেন

وذكر المفسرون في تفسير العرب انهن العواشق المتحببات الغنجات الشكلات المتعشقات الغلمات المغنوجات كل ذلك من الفاظهم

উরুবান শব্দের ব্যাখ্যায় তাফসীরকারকরা বলেছে তারা স্বামীর প্রতি ভীষন ভাবে আকৃষ্ট, স্বামীর প্রতি প্রেমময়া, প্রেমপুর্ন কথা বলতে পারদর্শি, তীব্র উত্তেজনা সম্পন্য, আকারে ইংঙ্গিতে স্বামীকে আকৃষ্ট করতে চেষ্টা করে এমন। এসব শব্দই মুফাস্সিররা ব্যাবহার করেছেন। (হাদীল আরওয়াহ)

সুবহানাল্লাহ!!! উল্লেখিত আয়াতটির শুধু (عربا) শব্দটির ভিতর যে আকর্ষনীয় গুন লুকিয়ে আছে দুনিয়ার কোন স্ত্রী তার তিল পরিমানের অধিকারিও হতে পারে না। দুনিয়াতে লজ্জাশীল মেয়ে হলে তার লজ্জা তাকে সর্বদায় আবিষ্ট করে রাখে ফলে প্রয়োজনের সময়ও সে লজ্জাজনিত জড়তার কারনে স্বামীর জন্য নিজেকে সম্পুর্নভাবে মেলে ধরতে পারে না। কিন্তু জান্নাতের স্ত্রীরা লজ্জাশীলতার পাশাপাশি প্রয়োজনের সময় যা করলে স্বামী সন্তুষ্ট হয় তা করতে পুরো প্রস্তুত থাকবে। কারন তাদের নিজেদেরও স্বামীদের প্রতি অসীম প্রয়োজন থাকবে। কৃত্রমতা নয় বরং নিজের প্রয়োজন এবং স্বামীর প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসার কারনেই তাদের সহিত প্রতিটি মিলন পরিপুর্ন তৃপ্তিদায়ক হবে।

(১০) হাসান বলেছেন, (محبوسات ليس بطوافات في الطرق) "তারা তাবুতে বন্দিনী রাস্তা-ঘাটে চলা ফেরা করে বেড়ায় না।" কেউ কেউ বলেছেন, " তাদের মন প্রান এবং দৃষ্টি তাদের স্বামীদের নিকট আবদ্ধ থাকবে ফলে তাদের নিজ স্বামীদের ছাড়া অন্য কাউকে তারা কামনা করে না।"

এই সকল মতামত উল্লেখের পর ইবনে জারীর তাবারী বলেন।

والصواب أن يعمّ الخبر عنهنّ بأنهنّ مقصورات في الخيام على أزواجهنّ، فلا يردن غيرهم، كما عمّ ذلك.

সঠিক মত হল আসলে তারা তাদের স্বামীদের জন্য তাবুতে আবদ্ধ থাকে আপন স্বামীগনকে ছাড়া অন্য কাউকে কামনা করে না। [তাফসীরে তাবারী]

অর্থাৎ একদিকে তারা যেমন শারিরিকভাবে তাবুতে আবদ্ধ থাকবে অপরদিকে তাদের মন স্বীয় স্বামীদের মায়াডোরে আবদ্ধ থাকবে।

অন্য কিছু আলেম বলেছেন,

بان الله سبحانه وصفهن بصفات النساء المخدرات المصونات وذلك اجمل في الوصف ولا يلزم من ذلك أنهن لا يفارقن الخيام إلى الغرف والبساتين كما أن النساء الملوك ودونهم من النساء المخدرات المصونات لا يمنعن ان يخرجن في سفر و غيره إلى منتزه وبستان ونحوه فوصفهن اللازم لهن القصر في البيت ويعرض لهن مع الخدم الخروج إلى البساتين ونحوه

" আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাবুতে আবদ্ধ বলে হুরদের পর্দানশীল মেয়েদের সাথে তুলনা করেছেন। এর অর্থ এই নয় যে তারা তাবু থেকে বেড় হয়ে বাড়ির আঙিনা ও বাগানে ঘোরাঘুরি করবে না। যেমনটি রাজাদের পর্দানশীল ও রক্ষনশীল স্ত্রীরা করে থাকে। কেননা ভ্রমন বা অন্যান্য উদ্ধেশ্যে বাগান বা দর্শনীয় স্থান সমূহে যাওয়া হতে তাদের নিষেধ করা হয় না। অতএব পর্দানশীল হওয়া সত্বেও দাসদাসীসমেত বাগান বা অন্য কোথাও যাওয়া যেতে পারে।" [হাদীল আরওয়াহ্]

(১১) বর্নিত আছে মালিক ইবন দিনার একদিন বসরার রাস্তায় হাটছিলেন। সেসময় তিনি কোন এক ধনী ব্যাক্তির একটি দাসী দেখতে পেলেন যে আরহী অবস্থায় ছিল এবং তার সেবা করার জন্য সাথে কিছু খাদেমও ছিল। তাকে দেখামাত্র মালিক ইবন দিনার উচুস্বরে বললেন

ওহে দাসী তোমাকে কি তোমার মালিক বিক্রয় করবে ?

দাসীটি বলল ঃ আপনি কি বললেন ?

মালিক আবার বললেনঃ তোমাকে কি তোমার মনিব বিক্রয় করবে?

দাসীটি এবার বলল ঃ যদি তিনি আমাকে বিক্রয় করেনই তবু কি আপনার মত কেউ আমাকে কিনতে পারবে ?

মালিক বললেন ঃ হ্যা। আমি তা পারি। তোমার চেয়ে উত্তম দাসীও আমি কিনতে পারি।

একথা শুনে দাসীটি হাসল। এবং (তার সাথে থাকা কাউকে) মালিককে তার বাসস্থলে নিয়ে আসতে বলল। বাসায় ফিরে সে তার মনিবের সাথে সবকিছু খুলে বললে সেও হাসল এবং মালিককে তার সামনে হাজীর করতে বলল। মালিক যখনই ঘরে প্রবেশ করলেন দাসীটির মনিবের মনে মালিকের প্রতি শ্রদ্ধা সৃষ্টি হল। সে বলল

- আপনি কি চান ?

মালিক বললেন ঃ আপনার দাসীটি আমার নিকট বিক্রয় করুন।

সে বলল ঃ আপনি কি তার দাম দিতে পারবেন ?

মালিক বললেন ঃ আমার কাছে তো দাসীটির দাম চুষে ফেলে দেওয়া হয়েছে এমন দুটি খেজুরের আটির সমান।

তার কথা শুনে উপস্থিত সকলে হাসল। ধনী ব্যাক্তিটি বলল।

- কিভাবে আপনার নিকট এই দাসীটির মুল্য এরকম হতে পারে ?

তিনি বললেন ঃ - কারন দাসীটির ভিতর অগনিত ত্রুটি রয়েছে।

লোকটি বলল ঃ- তার ভিতর কি কি ত্রুটি রয়েছে ?

মালিক এবার বলতে আরম্ভ করলেন ঃ সে সুগন্ধি ব্যাবহার না করলে তার শরীর দুর্গন্ধময় হয়ে যায়, মিসওয়াক না করলে মুখ গন্ধ হয়ে যায়, চিরুনি ও তেল ব্যাবহার না করলে মাথায় উকুন হয় এবং চুল এলোমেলো হয়ে যায়। কিছুকাল বয়স হলেই বৃদ্ধ হয়ে যায়। তার হায়েজ হয়, তার ভিতর প্রসাব পায়খানার মত ময়লা আবর্জনা রয়েছে। তার মন খারাপ হয়, সে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও বিষন্ন হয়। সম্ভবত সে আপনাকে কেবল নিজ স্বার্থেই ভালবাসে এবং আপনি তাকে সুখে রেখেছেন বলেই আপনাকে পছন্দ করে। আপনি তার নিকট যা কিছু চান সে আপনার সব চাহিদা পুরা করতে অক্ষম। যতটুকু প্রেম সে প্রকাশ করে তার পুরোটা সত্য নই। আপনার পর যে কোন পুরুষই তার জীবনে আসবে তাকে সে আপনার মতই ভালবাসবে ও পছন্দ করবে। আপনি আপনার দাসীটির জন্য যে মুল্য চেয়েছেন তার তুলনায় অনেক কম মুল্যে আমি এমন এক দাসী ক্রয় করব যা কাফুর, মিস্‌ক এবং রত্ন দিয়ে তৈরী।

তার লালা সমুদ্রের পানিতে মিশ্রিত করলে সমুদ্রের লবনাক্ত পানি মিষ্টি হয়ে যাবে। তার মিষ্টি কণ্ঠের ডাক শুনলে মৃতও সাড়া দেবে। যদি তার হাতের কবজি প্রকাশ হয়ে পড়ে তবে সূর্য অন্ধকারচ্ছন্ন হয়ে যাবে, তাতে গ্রহন লেগে যাবে। আধার আলোকিত ও উজ্জল হয়ে উঠবে। যদি সে তার পোশাক ও অলংকার সহ দিগন্তে দৃশ্যমান হয় তবে অসীম ও অনন্ত দিগন্ত সুগন্ধ ও অলংকৃত হয়ে যাবে। সে বেড়ে উঠেছে মিসক জাফরানের বাগানে, ইয়াকুতের তৈরী ঘরে। নিয়ামতের তাবুর অভ্যন্তরেই সে কেবল বিচরন করেছে এবং তাসনীম নামক ঝর্নার পানি দ্বারা তৃষ্ণা নিবারন করেছে। সে তার ওয়াদার খেলাফ করে না তার ভালবাসা পরিবর্তিত হয় না। তাহলে এদুজন দাসীর মধ্যে কে বেশি মুল্য পাওয়ার যোগ্য!

ধনী ব্যাক্তিটি বলল ঃ আপনি যে মেয়েটির কথা বললেন সেই বেশি মুল্যের যোগ্য।

মালিক ইবন দিনার বললেন ঃ এমন মেয়ে বিদ্যমান এবং সহজলভ্য। তা ক্রয়ের জন্য যে কোন মুহুর্তে প্রস্তাব করা যেতে পারে।

লোকটি বলল ঃ আল্লাহ আপনাকে রহম করুন তার মুল্য কি ?

তিনি বললেন ঃ পছন্দনীয় কিছু পাওয়ার জন্য সব চেয়ে কম যা ব্যায় করা হয় তাই তার মুল্য। শুধু এতটুকু যে, তুমি তোমার রাতের একটি অংশে অন্য সকল ব্যাস্ততা থেকে অবসর নিয়ে ইখলাসের সহিত দুরাকাত সলাত পড়বে। তোমার খাবার সামনে হাজীর হলে নিজে অভুক্ত থেকেও ক্ষুধার্ত ব্যাক্তিকে খাওয়াবে। অথবা পথ হতে পাথর বা আবর্জনা সরিয়ে ফেলবে। কম এবং প্রয়জনীয় পরিমানে সন্তুষ্ট থেকেই এই দুনিয়ার জীবন অতিবাহিত করবে। এই ধোকা ও প্রতারনাময় জিন্দেগী যেন তোমার মনযোগ আকর্ষন না করে। তুমি এখানে অল্পে তুষ্ট হলে আগমীকাল কিয়ামতের দিন নিরাপদে সম্মানিত অবস্থানে অধিষ্ঠিত হতে পারবে। এবং মহাসম্মানিত প্রভুর সান্বিধ্যে সুখময় স্থানে চিরস্থায়ী হতে পারবে।

[আবু নাইম]

تمت بالخير

## লেখকের অন্যান্য বই

*** গ্রন্থাবলী:**

১. আল-ইতকান ফী তাওহীদ আর-রহমান (তাওহীদ সম্পর্কে)
২. আদ-দালালাহ্ আ'লা বিদয়াতে দ্বলালাহ্ (বিদয়াত সম্পর্কে)
৩. ভেজালে মেশাল (গণতন্ত্র সম্পর্কে ইসলামের রায়)
৪. মাজহাব বনাম আহলে হাদীস
৫. আসবাবুল খিলাফ ওয়াল জাব্বু আনিল মাজাহিবিল আরবায়া (আরবী)
৬. নাফউল ফারীদ ফী জিল্লি বিদাইয়াতিল মুজতাহিদ (উসুলে ফিকহ)
৭. হুসাইন ইবনে মানছুর আল-হাল্লাজ; কথা ও কাহিনী
৮. হরিণ নয়না হুরদের কথা (জান্নাতের স্ত্রীদের বর্ণনা)
৯. আল-ই'লাম বি হুকমিল কিয়াম (কারো সম্মানে দাঁড়ানো বা মীলাদে কিয়াম করার বিধান)
১০. চাঁদ দেখা প্রসঙ্গে
১১. ডাঃ জাকির নায়েক সম্পর্কে কিছু কথা
১২. আত-তাবঈন ফী হুকমিল উমারা ওয়াস সালাতীন
১৩. দরবারী আলেম
১৪. মারেফাত
১৫. লাইলাতুল বারায়াহ্
১৬. হিদায়া কিতাবের অপূর্ব হেদায়েত (প্রফেসর শামসুর রহমান লিখিত 'হিদায়া কিতাবের একি হিদায়াত!!'' বইয়ের জবাব)

*** রিসালাহ্ (সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ):**

১৭. ছোটদের আক্বাইদ
১৮. সংক্ষেপে যাকাতের মাসয়ালা মাসায়েল
১৯. তারাবীর সলাতে পারিশ্রমিক গ্রহণের বিধান (আরবী)
২০. মাসায়িলুল ই'তিকাফ (আরবী)
২১. সংশয় নিরসন

*** ইসলামী উপন্যাস ও কবিতা:**

২২. আরব মরুতে শিক্ষা সফর (গণতন্ত্রর স্বরূপ উম্মোচন)
২৩. মৃত্যুদূত (মৃত্যুর ভয়াবহতা ও মৃত্যুর পরের জীবন)
২৪. কল্পিত বিজ্ঞান (বিবর্তবাদ ও নাস্তিকতার খন্ডায়ন)
২৫. পরিবর্তন (নিজের জীবন ও সমাজে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করার সংকল্প)
২৬. ছোটনের রোজী আপু (কিশোর উপন্যাস)
২৭. সান্টু মামার স্কুল (কিশোর উপন্যাস)
২৮. কবিতায় জান্নাত (কবিতার ছন্দে জান্নাতের বর্ণনা ও ব্যাখ্যা)
২৯. নাস্তিকতার অসারতা (গল্পের সাহায্যে নাস্তিকদের মতবাদ খন্ডায়ন)
৩০. বায়াত (কোন বায়াত? কিসের বায়াত?? কার হাতে বায়াত???)

*** ভাষা শিক্ষা:**

৩১. তাইসীরুল ক্বওয়ায়িদ (আরবী গ্রামার)
৩২. আরাবিয়্যাতুল আতফাল (ছোটদের আরবী শিক্ষা)

**প্রকাশের অপেক্ষায়**

১. শান্তি ও সন্ত্রাস (গবেষণা গ্রন্থ)  ২. ইনসাফ (গবেষণা গ্রন্থ)
৩. সাজির সাজানো ঘর (ছোটদের উপন্যাস)